জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো

জেন্ডার গাইড

লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ে অনুশীলনকারীদের জন্য একটি ব্যবহার নির্দেশিকা

৩১ মে ২০২৬

GLOBAL CENTER ON ADAPTATION

International Coalition for Sustainable Infrastructure

লেখক এবং স্বীকৃতি

এই প্রতিবেদনটি গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (Global Center on Adaptation) **কর্তৃক প্রণীত। প্রতিবেদন রচয়িতাগণঃ**

গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (Global Center on Adaptation): আবু তৌহিদ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড নেচার-বেসড সলিউশনস; তানভীর চৌধুরী

নির্দেশনায়ঃ অ্যাডেল ক্যাডারিও, গ্লোবাল লিড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড নেচার-বেসড সলিউশনস

অংশীদারিত্বঃ

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন ফর সাসটেইনেবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (International Coalition for Sustainable Infrastructure - ICSI): ফ্রুজিনা সালা; জেমা কোওয়ান; জর্জ কারাজিয়ানিস; সায়েল কর্টেস; সাভিনা কার্লুসিও

পরামর্শকঃ ডঃ আহসান উদ্দিন আহমেদ; শারমিন্দ নীলর্মী

এই নির্দেশিকাটি নিম্নোক্তভাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

Global Center on Adaptation [GCA] & International Coalition for Sustainable Infrastructure [ICSI]. (2026). Gender-Responsive and Socially Inclusive Climate-Resilient Infrastructure.

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

এই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন পেশা, জ্ঞান ও কর্মপরিবেশের বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের দেওয়া মতামত ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে, যাঁরা পরামর্শ সভা, বৈঠক এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এই চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেছেন।

প্রকল্প দলটি বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এই উদ্যোগটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এবং এই প্রকল্পটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য কানাডা সরকারের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অবদানও এই কাজটি এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং তাই আমরা সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ (জিইডি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

GLOBAL CENTER ON ADAPTATION

গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন প্রসঙ্গে

গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (Global Center on Adaptation – GCA), একটি নেদারল্যান্ডসভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত জলবায়ু অভিযোজনভিত্তিক সমাধান চিহ্নিতকরণ, সংযুক্ত ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কৌশলগত সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই সংস্থাটি একে অপরের সাথে সমন্বিত জ্ঞান ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি জলবায়ু-সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে কার্যকর অভিযোজন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে।.

অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

ICSI International Coalition for Sustainable Infrastructure

সূচিপত্রঃ

সংক্ষিপ্ত শব্দ: 4

ভূমিকা 6

১.জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সহনশীল অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা 9

১.১ বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকি 9

১.২ সহনশীল অবকাঠামোয় জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বিবেচনা 14

১.৩ বাংলাদেশে নীতিগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো: জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামো 23

১.৪ বাংলাদেশে অবকাঠামোর জীবনচক্র 25

২. অবকাঠামোর জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীলতা নিশ্চিতকরণ 31

২.১ চাহিদা নির্ধারণ 31

২.২ অবকাঠামো পরিকল্পনা 46

২.৩ অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়ন 60

২.4 অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা 73

৩. জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল অবকাঠামোর সম্প্রসারিত উন্নত লক্ষ্যমাত্রা 83

৩.১ জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি 83

৩.২ অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু সহনশীলতার অনুঘটক হিসেবে অবকাঠামো 85

সংক্ষিপ্ত শব্দ:

সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণরূপ (ইংরেজিতে)	পূর্ণরূপ (বাংলা)
ccGAP	Climate Change Gender Action Plan	জলবায়ু পরিবর্তন জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান
CReLIC	Climate Resilient Local Infrastructure Centre	ক্লাইমেট রিসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার
DPP	Development Project Proposal	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা
DRR	Disaster Risk Reduction	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি
ERD	External Resources Division	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
GAP / GAPs	Gender Action Plan(s)	জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান
GBV	Gender-based Violence	লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা
GEDSI	Gender Equality, Disability and Social Inclusion	জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
GESAP	Gender Equality Strategy and Action Plan	জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা
GHG	Greenhouse Gas	গ্রিনহাউস গ্যাস
GRM / GRMs	Grievance Redress Mechanism(s)	অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
GVA	Gender Vulnerability Assessment	জেন্ডার সংবেদনশীলতা মূল্যায়ন
LDC	Least Developed Country	স্বল্পোন্নত দেশ
LGED	Local Government Engineering Department	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
M&E	Monitoring and Evaluation	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
MEL	Monitoring, Evaluation and Learning	পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ
MIC	Middle-Income Country	মধ্যম আয়ের দেশ
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
MoF	Ministry of Finance	অর্থ মন্ত্রণালয়
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
NAP	National Adaptation Plan	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা
NDC	Nationally Determined Contribution	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান
O&M	Operation and Maintenance	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
PPA	Public Procurement Act	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন
PPP / PPPs	Public–Private Partnership(s)	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ
PPR	Public Procurement Rules	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা
PwDs	Persons with Disabilities	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

SADDD	Sex-, Age-, and Disability-Disaggregated Data	লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা অনুযায়ী বিভাজিত তথ্য
SEAH	Sexual Exploitation, Abuse and Harassment	যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানি
SIA	Social Impact Assessment	সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
WMA / WMAs	Water Management Association(s)	পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তা বিদ্যমান জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবেদনশীলতাকে আরও তীব্র করে তুলছে এবং নতুন নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। প্রচলিত পদ্ধতিগুলোতে সাধারণত ভৌত জলবায়ু ঝুঁকি এবং জেন্ডার-সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। তবে, জলবায়ু ঝুঁকিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না; এগুলো বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যসমূহের সাথে যুক্ত হয়ে সেগুলোকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই কার্যকর সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জেন্ডার এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিবেচ্য বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে না দেখে বরং সমন্বিত কাঠামোর অংশ হিসেবে এগুলোর সমন্বয় ঘটানো জরুরি। জেন্ডার, জলবায়ু এবং অবকাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি আন্তঃসংযোগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো মূলত এই সমন্বিত ক্ষেত্রগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করে, যা ভৌত স্থায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক সহনশীলতাও নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ তার নিম্নভূমি ও বদ্বীপীয় ভৌগোলিক অবস্থান এবং বর্ষাকালে বিশাল নদ-নদী প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কারণে জলবায়ু ঝুঁকির মুখে ভীষণভাবে অরক্ষিত। বার্ষিক নদ-নদীপ্রবাহের ৮০ শতাংশেরও বেশি মাত্র চার মাসব্যাপী বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) দেশের এই সমতল ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে বর্ষায় অতিরিক্ত পানি এবং শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত ধরন এবং উপকূলীয় পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি এই চাপকে আরও তীব্রতর করছে, যার ফলে বন্যা, আকস্মিক ভারী বর্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিকে আরও জোরালো করে তুলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সকল জনগোষ্ঠীর ওপর সমানভাবে পড়ে না। যদিও বন্যা, খরা এবং ঘূর্ণিঝড় সকল বাংলাদেশির জন্য হুমকি, তবে জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা, বয়স, জাতিসত্তা বা অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে যারা আগে থেকেই নাজুক অবস্থায় আছে, তাদের ওপর এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি পড়ে। সুবিধাবঞ্চিত এই দুর্বল গোষ্ঠীগুলো ইতিমধ্যেই কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন, যার মধ্যে সীমিত চলাচল এবং অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা অন্যতম। সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক সংবেদনশীলতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদসমূহ যখন এক সাথে যুক্ত হয় , তখন তা এমন জটিল ঝুঁকি তৈরি করে যা আগে বিদ্যমান ছিল না। যারা বহুমুখী বঞ্চনার শিকার, তাদের ক্ষেত্রে এই বিপদাপন্নতা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়; তাই সকলের জন্য কার্যকর অবকাঠামো নকশা করার ক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সংবেদনশীলতাগুলো বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণে অবকাঠামো একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। আগামী কয়েক দশকে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামোকে জলবায়ু সহনশীল করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে সরকারি অবকাঠামো পরিচালনার জীবনচক্র সাধারণত চারটি ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: চাহিদা নির্ধারণ, অবকাঠামো পরিকল্পনা, অবকাঠামো বাস্তবায়ন, এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি পর্যায়ে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, মূল অংশীদার এবং নীতিগত কৌশল জড়িত থাকে, যা

সম্মিলিতভাবে একটি অবকাঠামোর ধারণা গ্রহণ, অনুমোদন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এই জীবনচক্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীলতার বিষয়গুলো সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্র বা পর্যায়গুলো চিহ্নিত করা যায়।

উদ্দেশ্য ও পাঠক

এই নির্দেশিকাটি নীতিনির্ধারক এবং অবকাঠামো খাতের পেশাজীবীদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও ব্যবহারিক তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে, যা অবকাঠামোর পুরো জীবনচক্র জুড়ে জেন্ডার, জলবায়ু এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি–সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়ক হবে। এই নির্দেশিকা মূলত বাংলাদেশের অবকাঠামো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্প উন্নয়নকারী, অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান, পরামর্শক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়ন-মুখী; এতে বাস্তবধর্মী উদাহরণ এবং কার্যকর চেকলিস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও খাতে সহজেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

মূল বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

এই নির্দেশিকায় অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সংযুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে চাহিদা নির্ধারণ, অবকাঠামো পরিকল্পনা, অবকাঠামো বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি ধাপে জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (জিইডিএসআই/GEDSI) কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কৌশল এবং ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

পদ্ধতি

এই নির্দেশিকাটি জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অনুশীলন ও নির্দেশনাসমূহকে সারসংক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো সংক্রান্ত বিদ্যমান সংস্থান এবং সর্বোত্তম কার্যকর পদ্ধতিগুলো যাচাই করে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, অবকাঠামো ব্যবহারকারী এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বাস্তব প্রকল্প থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে সফল উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কেও ব্যবহারিক অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণায় পর্যালোচনার মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোতে জিইডিএসআই যুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ও বাংলাদেশে প্রচলিত ভালো পদ্ধতি, কাঠামো এবং কোথায় ঘাটতি আছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ও বিপদাপন্নতাও চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কীভাবে মানুষ ঝুঁকির সাথে মানিয়ে নেয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তা কিভাবে ধারণ করছে তার বিশ্লেষণও দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, বাংলাদেশে ১০টি স্থানে মাঠ-গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যেখানে ৩২০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারীর সাথে ১৭টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায় অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন মিলিয়ে ৭৫টি মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য এই নির্দেশিকা তৈরিতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জলবায়ুজনিত ঝুঁকি কীভাবে লিঙ্গ, বয়স, সক্ষমতা এবং অন্যান্য সামাজিক উপাদানের ভিত্তিতে মানুষের উপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক ধরনের বিপদাপন্নতা ও অবকাঠামোগত প্রয়োজন সৃষ্টি হয়।

এই নির্দেশিকাটি ব্যবহারের নিয়মাবলি

এই নির্দেশিকাটি বাংলাদেশে অবকাঠামোর জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোর মধ্যে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত করা যায়, তার মূল সুযোগগুলো চিহ্নিত করে। এতে প্রতিটি ধাপে অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট পদক্ষেপ ও ব্যবহারিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা আলাদা পদ্ধতি তৈরি না করে বিদ্যমান প্রক্রিয়ার মধ্যেই এগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলোকে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বড় পরিসরে নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। নীতিনির্ধারক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের এই নির্দেশিকায় দেওয়া পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত, যাতে এমন অবকাঠামো তৈরি করা যায় যা বাংলাদেশের সব মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং একই সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের পরিবর্তন মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

১.জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সহনশীল অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে (MIC) উত্তরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তাকে একই সাথে উন্নয়নের বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে, বর্তমান অনুচ্ছেদটি অবকাঠামো উন্নয়নে জলবায়ু ঝুঁকি, জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পারস্পরিক সম্পর্কগুলো পর্যালোচনা করে। এটি ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত অবকাঠামো জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে জলবায়ু সহনশীলতার সাথে জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (GEDSI)-র মূলনীতিসমূহকে সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য করার একটি যৌক্তিক ভিত্তি এবং ভূমিকা প্রদান করে।

১.১ বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকি

ভৌগোলিক ও পানিসম্পদ-সংক্রান্ত প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপজুড়ে অবস্থিত, যার মোট ভূমির ৫০ শতাংশেরও বেশি অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা থেকে মাত্র ১০ মিটারের মধ্যে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা—বিশ্বের বৃহত্তম নদী ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে তিনটির উপনদী ও শাখানদীসহ অসংখ্য নদী দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্র–মেঘনা (GBM) নদী অববাহিকার বিস্তৃতি প্রায় ১৭.৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই বিশাল অববাহিকার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত হলেও, বার্ষিক প্রায় ১,১৬০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি প্রবাহের ৯২ শতাংশেরও বেশি এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এই পানিসম্পদ-সংক্রান্ত বাস্তবতাই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে: দেশের বার্ষিক নদী-প্রবাহের ৮০ শতাংশেরও বেশি বর্ষা মৌসুমের চার মাসে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)বাংলাদেশের সমতল ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। সময়ের ব্যবধানে এবং ভৌগোলিক অবস্থানে পানির এই চরম অসম বণ্টন বর্ষায় মাত্রাতিরিক্ত পানি এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির তীব্র সংকটের সৃষ্টি করে—উভয় পরিস্থিতিই বন্যা, আকস্মিক বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং খরার মতো জলবায়ু-জনিত দুর্যোগ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমি প্রকৃতির, যেখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৫° সেলসিয়াস এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ২,৫০০ মিলিমিটার। তবে ভৌগোলিক অবস্থানে এর উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; যেমন—দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে, আবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। জলবায়ুর এই ভৌগোলিক ভিন্নতা, আন্তঃসীমান্ত নদী প্রবাহের ব্যাপক প্রভাব এবং সমতল ভূপ্রকৃতি—সব মিলিয়ে দেশটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিচারে অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। জলবায়ুর এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, আন্তঃসীমান্ত নদীপ্রবাহের আঞ্চলিক বণ্টন এবং দেশের সমতল ভূপ্রকৃতি —সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার জলবায়ু ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

জলবায়ুর বর্তমান গতিপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস

জলবায়ু মডেলের পূর্বাভাস এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আগামী দশকগুলোতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত প্রধান প্রবণতাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

• **তাপমাত্রা বৃদ্ধি:** দেশজুড়ে বার্ষিক ও ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রাতের তাপমাত্রা দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার তুলনায় দ্রুত হারে বাড়ছে। একই সঙ্গে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে, যার ফলে শীতকাল তুলনামূলকভাবে মৃদু হয়ে উঠছে এবং বর্ষা-পরবর্তী শরৎকালের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

• **বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন:** ১৯৬০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা না গেলেও বর্ষা মৌসুমের কাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে বর্ষাকালে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়জুড়ে স্বল্প বিরতির মধ্যে তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘটনা বেশি ঘটছে, এবং কখনও কখনও বর্ষা মৌসুমের মধ্যেই বৃষ্টিবিহীন শুষ্ক সময়ও দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের এই অনিশ্চয়তা প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশঙ্কা তৈরি করছে।

• **সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি** গত পাঁচ থেকে ছয় দশক ধরে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ২৬.৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা বর্ষা মৌসুমে ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

• **চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে, যা বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাত এবং আকস্মিক বন্যার হার বেড়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) অববাহিকায় অতিবৃষ্টির (২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটারের বেশি) হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

জলবায়ুজনিত ঝুঁকির আঞ্চলিক বণ্টন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুজনিত চাপ ও ঝুঁকির ধরন ভিন্ন। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান দুর্যোগসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

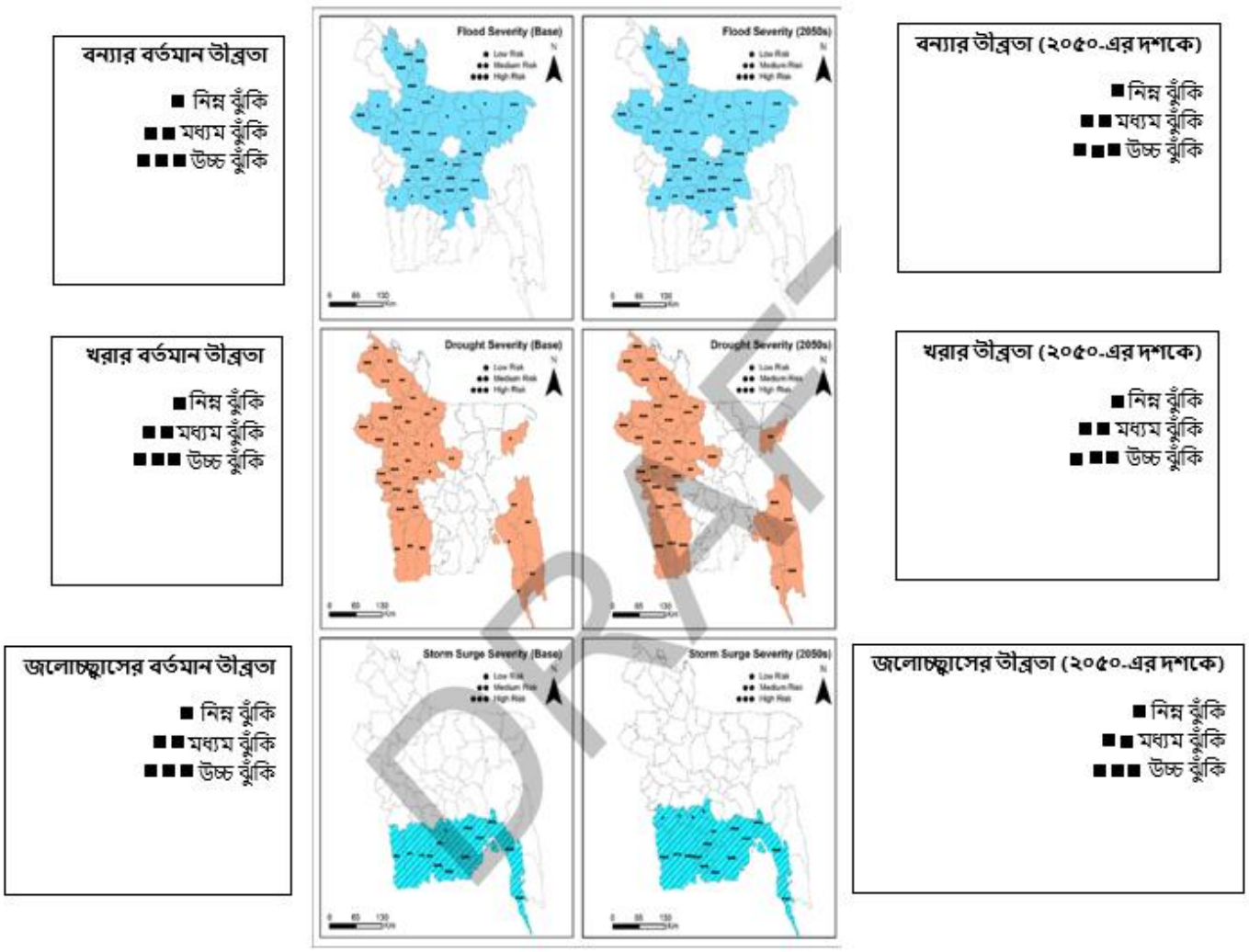

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা এবং জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা

চিত্র ১: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বন্যা, খরা ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা
সূত্র: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MOEFCC), ২০২৩।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে অবকাঠামোর গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণে অবকাঠামো এক মৌলিক ভূমিকা পালন করে। আগামী দশকগুলোতে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রতিটি অবকাঠামো জলবায়ু সহনশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করে:

• **সংযোগভিত্তিক অবকাঠামোঃ** সড়ক ও রেলপথ সংযোগ মানুষের চলাচল, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। সাম্প্রতিক সময়ে সেবা খাতের যে প্রসার ঘটেছে, তা মূলত উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামোরই প্রতিফলন।

• **জ্বালানি অবকাঠামোঃ** বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্যসেবা এবং গার্হস্থ্য পরিষেবার মূল চালিকাশক্তি। দেশের প্রায় ১৪ লক্ষেরও বেশি ক্ষুদ্র সেচ পাম্প শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।

• **পানি সরবরাহ অবকাঠামোঃ** উপকূলীয় অঞ্চলের পুকুর, টিউবওয়েল এবং পানি শোধন কেন্দ্রগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির প্রধান উৎস। অন্যদিকে, শহরাঞ্চল মূলত পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

• **সামাজিক অবকাঠামোঃ** গ্রোথ সেন্টারগুলোতে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাটবাজারগুলো মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

• **সুরক্ষামূলক অবকাঠামোঃ** বন্যাপ্রবণ সমভূমির বাঁধ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারগুলো বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। এসব অবকাঠামো কৃষি উৎপাদন রক্ষা এবং জনবসতির নিরাপত্তায় অপরিহার্য।

• **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অবকাঠামোঃ** বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্যোগের সতর্কতা সংকেত পাওয়ার সাথে সাথেই এগুলো জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

জলবায়ুজনিত দুর্যোগ এবং অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঝুঁকি—যেমন বন্যা, খরা এবং ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস—আরও তীব্র হয়ে উঠছে। এই ক্রমবর্ধমান দুর্যোগগুলো অবকাঠামোর কার্যকারিতা এবং নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

বন্যার প্রভাব	• সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া। • জলাবদ্ধতার কারণে শহরাঞ্চলের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়া। • বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অবকাঠামোর ধারণক্ষমতা অতিক্রম করলে বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়া। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়া অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তর করা।
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব	• উপকূলীয় পৌরসভাগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়া। • জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের সড়ক, রেলপথ এবং বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। • প্রবল বাতাসের কারণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সরঞ্জামাদির ক্ষয়ক্ষতি হওয়া। • ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার সময় বাংলাদেশে জাতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ গড়ে প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়; উপকূলীয় অঞ্চলে এই ঘাটতি ৩৮% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
লবণাক্ততা ও ভাঙনের প্রভাব	• লবণাক্ততার কারণে কংক্রিট ও ইস্পাতের কাঠামোর ক্ষয় দ্রুততর হয়, যা অবকাঠামোর আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয়। • রাস্তার উপরিভাগে ফাটল ও গর্ত সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে ঘনঘন মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। • নদী ও উপকূলীয় পোল্ডারের ভাঙনজনিত কারণে অবকাঠামোগত বিপর্যয় ঘটা, এবং জনসেবা বিঘ্নিত হওয়া।

সারণি ১: অবকাঠামোর ওপর জলবায়ুজনিত দুর্যোগের প্রধান প্রভাবসমূহ

জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোর অপরিহার্যতা

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বলতে এমন সব অবকাঠামোকে বোঝায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে অথবা দুর্যোগকবলিত হওয়া সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জোরালো এবং যৌক্তিক:

• **প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিতকরণ:** অবকাঠামো মূলত জনসেবা প্রদান করে, যার অনেকগুলোই সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এসব অবকাঠামোকে জলবায়ু সহনশীল করে তোলা হলে জলবায়ু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

• **সুরক্ষা প্রদানকারী অবকাঠামো:** বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোকে এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তা কার্যকর সুরক্ষা দিতে পারে। কৃষিজমি ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোকে প্লাবনমুক্ত রাখতে সহনশীল বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণ প্রয়োজন। বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগের সময় মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

• **যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ:** জলবায়ুজনিত দুর্যোগের সময় স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবাগুলোতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সড়কগুলোর সংস্কার, উচ্চতা বৃদ্ধি এবং পানি নিষ্কাশন সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

• **মূল্য শৃঙ্খল সহায়তা:** সাম্প্রতিক সময়ে মৎস্যচাষ ও দুগ্ধ খাতের সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোল্ড চেইন, সড়ক নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ এবং পণ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে জলবায়ু-সহনশীল করা একান্ত প্রয়োজন।

• **স্বাস্থ্যসেবার সহনশীলতা:** স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোকে জলবায়ু সহনশীল নকশায় নির্মাণ করা প্রয়োজন। ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখতে নির্ভরযোগ্য কোল্ড চেইন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাইব্রিড বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে জলবায়ু দুর্যোগের সময় এবং পরবর্তী সময়েও যেন এই কেন্দ্রগুলো সচল রেখে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা বজায় রাখা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১.২ সহনশীল অবকাঠামোয় জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বিবেচনা

জলবায়ুজনিত দুর্যোগগুলো বিদ্যমান জেন্ডারভিত্তিক ও সামাজিক দুর্বলতাগুলোকে আরও তীব্র করে তোলে। অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সাথে সাথে অবকাঠামো থেকে তাদের সেবার প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অবকাঠামোকে কেবল জলবায়ু-সহনশীল করলেই হবে না, বরং এটি এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত যেন তা নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী হয়। এই প্রতিটি গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি স্তরে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

GEDSI (জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি) মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হলো—সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং তাদের বঞ্চনার কারণগুলোকে চিহ্নিত করা, বোঝা এবং যথাযথ সমাধানের ব্যবস্থা করা, যাতে সমাজের সকলে সমান ও ন্যায্যভাবে এগিয়ে যেতে পারে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলবায়ু ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নিয়ে এই সংবেদনশীলতাগুলোকে পুনঃমূল্যায়ন করা এবং অবকাঠামোর সম্পূর্ণ জীবনচক্রে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

কেন অবকাঠামো জেন্ডার -নিরপেক্ষ নয়

অবকাঠামো সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে অবকাঠামোগত সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কারিগরি নকশার পাশাপাশি চাহিদাগত দিকগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ—কারা এই অবকাঠামো ব্যবহার করছেন, কী উদ্দেশ্যে করছেন, এর অর্থায়ন কীভাবে হচ্ছে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়ে—এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

অবকাঠামোর সম্পূর্ণ জীবনচক্র জনসেবা নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে, যা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায়ই ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব ভিন্ন হওয়া, যার ফলে অবকাঠামোর ব্যবহারও ভিন্নভাবে ঘটে। এর কারণ হলো—সমাজে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব, যার ফলে অবকাঠামো ব্যবহারের ধরনেও ভিন্নতা দেখা দেয়। যদিও অবকাঠামো সরবরাহ এবং পরিচালনায় পুরুষ কর্মীদের ঐতিহ্যগত প্রচলন পরিবর্তিত হচ্ছে, তবুও জেন্ডার বৈষম্য এখনো প্রকট।

নিচের সারণিতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রধান মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোতে নারীদের কর্মসংস্থানের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নারীদের কর্মসূচির জন্য বর্তমান প্রতিনিধিত্ব এবং নারী বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিকেও স্পষ্ট করে:

মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা	নারী কর্মীর হার (%)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারীর অংশ (২০২২-২৩, সংশোধিত বাজেট)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১২.২	৩৪.৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১২.১	তথ্য উপলব্ধ নয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)	৯.৭	
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১১.৭	১২.৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৫.৯	৬৫.০
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৪.৭	৫০.৪
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৮.৬	১০.৯
বাংলাদেশ রেলওয়ে	৪.১	৬১.৪
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১১.৪	০.৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	১১.২	৫১.৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১২.৭	৪৭
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)	৯.২	
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৭.৮	

সারণি ২: বাংলাদেশে অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর কার্যালয়ে নারীর কর্মসংস্থান এবং জেন্ডার বাজেটের চিত্র।

সূত্র: অর্থ বিভাগ, ২০২৩। জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪। অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অবকাঠামোগত প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান জেন্ডার বৈষম্য

- **পানি ও স্যানিটেশন:** বাংলাদেশের ১৭ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৭ কোটি মানুষ (৪০ শতাংশ) নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং ১১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের (৬৯ শতাংশ) জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই,[১] এই সংকট বিশেষ করে নারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা আরও প্রকট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
- **পরিষ্কার জ্বালানি:** দেশের মাত্র ২৮ শতাংশ মানুষ রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির সুবিধা পায় [২,৩]। বাকি প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষ কঠিন জ্বালানির (কয়লা, লিগনাইট, কাঠকয়লা, কাঠ) ওপর নির্ভরশীল [৪], এর ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের কারণে নারীরাই সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হন।
- **পরিবহন:** নারীদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হলো পায়ে হেঁটে চলাচল (৪৫ শতাংশ), অন্যদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হলো পাবলিক বাস (৩৭ শতাংশ) [৫]। কর্মজীবী নারীদের মাত্র ২৫ শতাংশ গণপরিবহন বাস ব্যবহার করেন; প্রায় ৪৫ শতাংশ নারী খরচ বাঁচাতে এবং হয়রানি এড়াতে গড়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেন [৬]।

- **চলাচলে প্রতিবন্ধকতা:** ভবনগুলোতে লিফট ও র‍্যাম্পের অভাব, সড়কের বেহাল দশা এবং বাসে র‍্যাম্প না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা (PwDs) যাতায়াতে চরম বাধার সম্মুখীন হন। তাঁদের সহায়তাকারী

পরিবারের সদস্যদের সপ্তাহে অতিরিক্ত ৪৬ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করতে হয় এবং বিকল্প পরিবহনের জন্য মাসিক আয়ের প্রায় ৭-২০ শতাংশ ব্যয় করতে হয় [৭]।

অবকাঠামো ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল জেন্ডারভিত্তিক প্রধান পার্থক্যসমূহ

• **সময় ব্যবহারের ধরন:** নারীরা অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেন। নারীদের বার্ষিক শীর্ষ তিনটি অবৈতনিক কাজ হলো—খাবার প্রস্তুত করা (১,২০৮ ঘণ্টা), শিশু লালন-পালন (৪২০ ঘণ্টা) এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (২৩৭ ঘণ্টা)।

• **যাতায়াতের ধরন:** কর্মস্থল এবং গৃহস্থালির কাজের সমন্বয় করতে গিয়ে নারীদের নগর পরিবহনে একাধিকবার যাতায়াত করতে হয়। একটি সমন্বিত বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থার অভাব থাকায় বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে কাজ করা তাঁদের জন্য বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

• **নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা:** পায়ে হেঁটে চলাচলের সময় কিংবা গণপরিবহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীরা প্রায়ই হয়রানির শিকার হন, এই ঝুঁকি কমাতে অবকাঠামো নকশায় পর্যাপ্ত আলো, দৃশ্যমানতা এবং নিরাপদ স্থান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

---

১. Water.org (undated). Bangladesh's water and sanitation crisis. Link.
২. Ritchie, Hannah (2025). Access to clean cooking fuels in Bangladesh lags far behind its Asian neighbors, Our World in Data. Link.
৩. (—)
৪. Wijayatunga, P. D., & Jayalath, M. (2008). Economic impact of electricity supply interruptions on the industrial sector of Bangladesh. Energy for Sustainable Development, 12(3), 5-12. Link.
৫. Nasrin, S., 2016. Work travel condition by gender-analysis for Dhaka city. MOJ Civil Eng, 1(3), 83-91. Link.
৬. Nasrin, S and Chowdhury, S., 2024, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Volume 23, January 2024, 100991. Link
৭. Bhuiya, M.M.R, Hasan, M.M.U., and Jones, S., 2021, Accessibility of movement challenged persons and challenges faced by their escorting family members – A Case Study of Dhaka, Bangladesh, Journal of Transport and Health, Volume 24, March 2022, 101323. Link.

জ্বালানি দারিদ্র্য এবং এর জেন্ডারভিত্তিক মাত্রা

গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে; যেখানে তিন দশক আগে মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষের বিদ্যুৎ সুবিধা ছিল, আজ তা ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহারে অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে অনেক ধীর, যার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব জড়িত:

• **সময়ের ঘাটতিঃ** নারীরা প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় জ্বালানি সংগ্রহ এবং রান্নার কাজে ব্যয় করেন, ফলে সময়ের এই সীমাবদ্ধতা তাঁদের আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে অথবা শিক্ষাগ্রহণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

• **স্বাস্থ্যঝুঁকি:** দেশে প্রায় সর্বজনীন বিদ্যুৎপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ৬–৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা যায়, এছাড়া ৭২ শতাংশ পরিবার এখনও ক্ষতিকারক জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করে, যার ফলে বছরে ১,১৩,০০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। যারা পরিচ্ছন্ন গ্যাস ব্যবহার করেন, তাদের তুলনায় জৈব জ্বালানির ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকা নারীদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি।

• **অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি:** বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে কর্মরত শ্রমশক্তির মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ১০ শতাংশ, যা বৈশ্বিক গড় ৩২ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

• **টেকসই উন্নয়নে ঘাটতি:** অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ তারা নারীদের স্থানীয় জ্বালানি উদ্যোক্তা বা সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিচ্ছে না— যা টেকসই সমাধানের জন্য অপরিহার্য।

তথ্যসূত্রসমূহ

- UN Women, 2024. Bangladesh time-use survey 2021. https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/2024/Bangladesh_TUS-Summary-Brief_0524.pdf
- Wijayatunga, P. D., & Jayalath, M. (2008). Economic impact of electricity supply interruptions on the industrial sector of Bangladesh. Energy for Sustainable Development, 12(3), 5-12. https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60433-0
- United Nations, 2023. Bangladesh's energy transition journey so far. https://bangladesh.un.org/en/260959-bangladesh%E2%80%99s-energy-transition-journey-so-far
- ITA, 2023. Bangladesh renewable energy sector opportunities, International Trade Administration(ITA), https://www.trade.gov/market-intelligence/bangladesh-renewable-energy-sector-opportunities
- Acisu, Tuna (2025). Share of population in Bangladesh with access to basic electricity. Our World in Data. https://ourworldindata.org/data-insights/in-the-last-30-years-almost-everybody-in-bangladesh-gained-access-to-electricity

বাংলাদেশে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যের মূলে রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো ধীরগতিতে জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (GEDSI)–এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবুও জেন্ডার-সংবেদনশী1ল, ও জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ—সামাজিক সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত কার্যকর ও দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে পারে।

জেন্ডার ভিত্তিক পরিবহন ব্যবহার ও অর্থনৈতিক সুযোগ

চলাচল ও পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট। পরিবহন খাতে নারীরা বেশ কিছু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- পুরুষদের তুলনায় অধিক সংখ্যক নারীর ক্ষেত্রে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনো পরিবহন ব্যবস্থা সহজলভ্য নয়।
- যাতায়াতের জন্য পুরুষদের তুলনায় নারীরা গণপরিবহনের ওপর বেশি নির্ভরশীল।
- মোটরচালিত যানবাহনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সুযোগ অনেক কম।
- বাইসাইকেল বা অন্যান্য মধ্যবর্তী যাতায়াত মাধ্যমগুলো ব্যবহারের হার পুরুষদের চেয়ে নারীদের মাঝে অনেক কম।

এসব সীমাবদ্ধতা নারীদের বাড়ির কাছের কর্মসংস্থানে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে, যা দীর্ঘমেয়াদে তাঁদের উপার্জনের সক্ষমতাকে সংকুচিত করছে।

জনগোষ্ঠীভেদে জলবায়ুজনিত ঝুঁকির ভিন্নতা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমাজের সকল স্তরের মানুষের ওপর সমানভাবে পড়ে না। যদিও বন্যা, খরা এবং ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্যই হুমকিস্বরূপ, এর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো মূলত তাদের ওপরই বেশি পড়ে যারা আগে থেকেই জেন্ডার, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, বয়স, জাতিগত পরিচয় কিংবা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। অবকাঠামোকে সর্বজনীন ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার জন্য এই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

- **নারী এবং কন্যাশিশুদের ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা:** সামাজিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকার কারণে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রায়ই পরিবারের প্রাথমিক সেবাদানকারী এবং গৃহস্থালি সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বন্যা, খরা এবং চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় পানি সংগ্রহ, খাদ্য প্রস্তুত এবং শিশু ও বৃদ্ধদের সেবা করার দায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অথচ দুর্যোগকালীন সময়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রাপ্তি এবং নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনেক ক্ষেত্রে নারীদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, যার ফলে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানো বা ত্রাণ সেবা গ্রহণ করা তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা:** জলবায়ুজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শারীরিক, সংবেদনশীল বা মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে উচ্চমাত্রার ঝুঁকির সম্মুখীন হন, যা তাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। প্রচলিত আগাম সতর্কবার্তা

ব্যবস্থাগুলো প্রায়ই শ্রবণ বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদাকে বিবেচনা করে তৈরি করা হয় না; যেমন সাইরেনের সংকেত বধির ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর নয়, আবার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পক্ষে লিখিত সতর্কতা পড়া অসম্ভব হতে পারে। জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতেও অনেক সময় প্রবেশগম্য সুযোগ-সুবিধা; যেমন— র‍্যাম্প, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শৌচাগার এবং হুইলচেয়ার বা অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম, চলাচলের পর্যাপ্ত স্থান ইত্যাদির অভাব দেখা যায়। যাতায়াতের পথ বা সড়কগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় দুর্যোগকালীন স্থানান্তরের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দ্রুত ও নিরাপদে চলাচল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

• **বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা:** বয়সের কারণে শারীরিক সক্ষমতা কমে যাওয়ায় দুর্যোগকালীন সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের নিরাপদ স্থানে দ্রুত স্থানান্তর প্রক্রিয়া ধীর হয়ে পড়ে, এছাড়া তীব্র তাপমাত্রা বা প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা এবং সামাজিক যোগাযোগ বা সহায়তামূলক সেবা বিঘ্নিত হলে তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলো আরও খারাপ হয়। বিশেষ করে তাপপ্রবাহ বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিশেষ ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ তাদের হিট স্ট্রোক এবং পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। যারা একা বসবাস করেন, তাঁদের পক্ষে দুর্যোগের প্রস্তুতি নেওয়া বা দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা শারীরিকভাবে কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কমিউনিটি-ভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রমেও তারা উপেক্ষিত থেকে যান।

• **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঝুঁকি:** জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো প্রায়ই এমন অঞ্চলে বসবাস করে যা জলবায়ুজনিত দুর্যোগের ঝুঁকির মুখে বেশি উন্মুক্ত (বন্যাপ্রবণ সমভূমি, উপকূলীয় এলাকা, চরাঞ্চল বা অবক্ষয়িত বনাঞ্চল), এবং অনেকেরই জলবায়ুজনিত ধাক্কা মোকাবিলা বা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমিত থাকে এবং তারা জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের (যেমন: স্থানিক কৃষি পদ্ধতি) ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় এসকল জনগোষ্ঠীর ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে সময়মতো দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা না পাওয়া, ত্রাণ বিতরণে বৈষম্য এবং তাদের প্রভাবিত করে এমন অবকাঠামোগত বিনিয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থানীয় জলবায়ু ধরণ এবং মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে আদিবাসীদের জ্ঞান মূল্যবান হলেও, আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তা প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলোতে নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে; যা তাদের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট প্রভাবসমূহ ব্যাখ্যা করে।

বন্যাজনিত জেন্ডার ভিত্তিক ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা:

• **চলাচল ও স্বায়ত্তশাসনের সীমাবদ্ধতা:** সামাজিক প্রত্যাশা, ধর্মীয় অনুশীলন এবং পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই নারীদের চলাচলের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতি, পরিচর্যার দায়িত্ব এবং হয়রানির আশঙ্কায়, নারীরা সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারেন না, যা জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

• **পরিচর্যা দায়িত্বের বৃদ্ধি:** বন্যার সময় পানির উৎস দূষিত হয়ে পড়ে এবং রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, ফলে নারীদের পরিচর্যার দায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, অসুস্থ পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে গৃহস্থালি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়।

• **প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি:** জরুরি পরিস্থিতিতে নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখে মাসিকের কাপড় ধোয়া বা শুকানোর সুযোগ না থাকায় নারীদের মধ্যে চর্মরোগ এবং মূত্রনালীর সংক্রমণের হার ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

• **গোপনীয়তার সংকট:** বন্যার সময় নারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। শৌচকার্যের জন্য অনেক সময় তাঁদের গভীর রাতে ভেলায় করে খোলা জলাশয়ে যেতে হয়। গর্ভবতী নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন হয়ে ওঠে।

• **শারীরিক নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি:** বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে নারী ও কন্যাশিশুদের—বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য যৌন হয়রানির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিদ্যুৎহীনতা এবং অতিরিক্ত ভিড় আশ্রয়কেন্দ্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বাড়িয়ে দেয়।

• **পুষ্টিগত বৈষম্য:** বন্যার পর খাদ্যসংকট দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পরিবারের পুরুষ সদস্য ও শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেরা শেষে এবং কম পরিমাণে খাবার গ্রহণ করার ফলে পুনরুদ্ধারকালীন সময়ে নারীদের অপুষ্টির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

ঘূর্ণিঝড় জনিত জেন্ডার-ভিত্তিক ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা:

• **অসামঞ্জস্যপূর্ণ মৃত্যুহার:** বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়গুলোর সময় পুরুষদের তুলনায় নারীদের মৃত্যুহার বেশি দেখা গেছে, যেমন— ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় গোর্কিতে এটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়; ১৯৯১ সালের গোর্কিতে মোট প্রাণহানির ৯০ শতাংশই ছিল নারী [৮, ৯]।

• **সামাজিক নিয়মের কারণে সরিয়ে নেওয়ার সীমাবদ্ধতা:** কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ে প্রচলিত পর্দা প্রথার কারণে নারীদের বাইরে চলাচলের সময় বোরকা পরিধান করতে হয়, যা দৃষ্টিসীমা ও চলাচলকে সীমিত করে এবং দ্রুত জলোচ্ছ্বাস বা বিপদের সময় নিরাপদে সরে যাওয়া কঠিন করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পূর্ণ পর্দা এবং কোনো পুরুষ আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে ঘরের বাইরে যেতে পারেন না।

• **স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা:** অনেক রক্ষণশীল পরিবারে পর্দার প্রচলন থাকায় নারীদের বোরকা পরিধান করতে হয়, যা তাঁদের দৃষ্টিসীমা ও চলাফেরাকে সীমিত করে দেয়। ফলে ধেয়ে আসা জলোচ্ছ্বাস থেকে দ্রুত রক্ষা পাওয়া তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পর্দার অন্তরালে থাকা এবং ঘর থেকে বের হতে না পারার কারণে নারীরা সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারেন না।

৮. Chowdhury, A. M. R., Bhuyia, A. U., Choudhury, A. Y., & Sen, R. (1993). The Bangladesh Cyclone of 1991: Why So Many People Died. Disasters, 17(4), 291–304.

৯. Alam, K., & Rahman, M. H. (2014). Women in natural disasters: A case study from southern coastal region of Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 8, 68–82

• **জীবনরক্ষাকারী দক্ষতার অভাব:** প্রচলিত সামাজিক ধারণার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের সাঁতার কাটা, গাছে চড়া বা দৌড়ানোর মতো জীবনরক্ষাকারী দক্ষতাগুলো শেখানো হয় না; এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কেবল 'ছেলেদের কাজ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

• **সতর্কবার্তা প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা:** পুরুষরা কর্মস্থলে অবস্থান করার সময় প্রায়ই দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা পেয়ে থাকেন, অন্যদিকে ঘরে থাকা নারীদের কাছে এই জরুরি তথ্য পৌঁছানোর সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত থাকে।

• **আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা:** অনেক ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রে অতিরিক্ত ভিড়, নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থার অভাব, পর্যাপ্ত আলোর স্বল্পতা এবং যথাযথ শৌচাগার সুবিধা না থাকায় নারী, কন্যাশিশু এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী চরম অস্বস্তি ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকেন।

বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা একসঙ্গে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারী বন্যা বা খরার সময় পানি সংগ্রহ ও রান্নার কাজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের চাপে যেমন পড়েন, তেমনি নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সময় বা দূর থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একদিকে যেমন জলবায়ু-নির্ভর আয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, অন্যদিকে দুর্যোগকালীন স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নানা অবকাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হন।

হাওর অববাহিকায় জেন্ডার ও অবকাঠামো

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত থাকে, তবে বর্ষা-পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চল শুষ্ক ও কৃষি উৎপাদনের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে। বার্ষিক এই মৌসুমি প্লাবনের সময় উঁচু টিবির ওপর গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র গুচ্ছ গ্রামগুলো (হাটি) স্থানীয়দের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তবে এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠী আকস্মিক বন্যা এবং তীব্র ঢেউয়ের কারণে সৃষ্ট ভূমিধসের ফলে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। যখন এসব অঞ্চলের যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবকাঠামোসমূহ জলবায়ুগত সংকটের মুখে পড়ে, তখন জীবনধারণের বাড়তি চাপ এবং প্রতিকূলতাগুলো নারীদের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি পড়ে।

জেন্ডার ও অবকাঠামোগত প্রধান ঝুঁকিসমূহ:

• **মাতৃস্বাস্থ্য ও যাতায়াত সংকট:** উন্নত ও সহজলভ্য নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরী হয়, যা অনেক সময় সাধারণ প্রসূতি অবস্থাকে জীবনঘাতী জরুরি সংকটে রূপান্তর করে।

• **ফসল-পরবর্তী ব্যবস্থাপনামূলক চাপ:** ফসল সংগ্রহ-পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গবাদিপশু ব্যবস্থাপনায় নারীরা সাধারণত প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ফসল মজুত রাখা বা গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য শুষ্ক ভূমির অভাব তাঁদের ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই গবাদি পশু বা ব্যক্তিগত সম্পদ (যা প্রায়ই নারীর একমাত্র পুঁজি) স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে হয়। এছাড়া রান্নার প্রধান জ্বালানি (খড়) নষ্ট হওয়ার ফলে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হয়।

• **পানি, স্যানিটেশন ও জ্বালানি সংকট:** বন্যা ছাড়াও স্বাভাবিক সময়েও নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তির হার খুবই কম। প্লাবনের সময় শুকনো জ্বালানি সংগ্রহে ব্যর্থতা এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও দৈনন্দিন শ্রমের ঘণ্টা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেড়ে যায়।

• **অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা:** নারীরা কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত থাকলেও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বাজারের সাথে তাঁদের সংযোগ স্থাপিত হতে পারে না, এই সীমাবদ্ধতা তাঁদের দারিদ্র্যের এক দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে ফেলে, যেখানে বন্যার সময় টিকে থাকতে তাঁদের উচ্চ সুদে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়।

১.৩ বাংলাদেশে নীতিগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো: জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামো

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩–২০৫০, হালনাগাদকৃত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC 3.0) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান **২১০০**। যদিও দেশে বর্তমানে কোনো একক ও বাধ্যতামূলক জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন আইন নেই, তবুও এই পরিকল্পনাগুলোই কার্যত দেশের জলবায়ু নীতিমালা হিসেবে গণ্য হয়। এই নীতিগত কাঠামোগুলোতে অবকাঠামোকে কেবল ভৌত সম্পদ হিসেবে নয়, বরং অভিযোজনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; যেখানে উপকূলীয় পোল্ডার থেকে শুরু করে উৎপাদনশীল সেচ নেটওয়ার্ক পর্যন্ত সবকিছুকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অবকাঠামো সংক্রান্ত নীতিমালায় জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও সেগুলো এখনো মূলধারায় সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হয়নি। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রকল্প পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা যাচাইয়ের কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করলেও, সেগুলো প্রায়ই মূল নকশা প্রণয়নের মূলনীতি হিসেবে কাজ না করে কেবল প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলস্বরূপ, অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো পরোক্ষভাবে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উপকারে আসলেও—নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ, নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যালঘু কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো পূরণে এখনো যথাযথ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পিছিয়ে রয়েছে।

উন্নত পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, একটি সামগ্রিক জলবায়ু কাঠামোর অনুপস্থিতি জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) ঐতিহাসিক বন্যার মাত্রার উপরে নির্মাণকে বাধ্যতামূলক করলেও, জাতীয় ভূমি পরিবহন নীতি এবং জাতীয় জ্বালানি নীতি (২০০৪) –এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালায় জলবায়ু সহনশীলতা বা জলবায়ু-সুরক্ষা বিষয়টি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। একইভাবে, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলোকে কেবল নীতিগত অঙ্গীকার হিসেবে নয়, বরং একটি প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বিবেচনা করে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর যথাযথ অন্তর্ভুক্তি ও প্রবেশগম্যতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও, জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামোর সম্পূর্ণ জীবনচক্রে বহুমাত্রিক বৈষম্যের বিষয়টি—বিশেষ করে জলবায়ুজনিত ঝুঁকির প্রেক্ষিতে—একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিদ্যমান এই নীতিগত ও নিয়ন্ত্রক প্রেক্ষাপটে, অবকাঠামোর সম্পূর্ণ জীবনচক্রে জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ুগত বিষয়গুলো বর্তমানে কীভাবে সমন্বিত হচ্ছে, তা মূলত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়:

- **উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP) নির্দেশিকাঃ** এটি প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদনের প্রধান মাধ্যম, যেখানে পরিবেশগত সুরক্ষা, জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং জেন্ডার যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়গুলো বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• **জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩-২০৫০:** এটি জলবায়ু মোকাবিলায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, যেখানে সুরক্ষা অবকাঠামো, সড়ক এবং বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

• **জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (ccGAP):** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) কর্তৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) এবং ইউএন উইমেন (UN Women)-এর সহায়তায় প্রণীত এই পরিকল্পনাটি জলবায়ু অভিযোজন এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার একটি সমন্বিত রূপ।

• **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট (PPA) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (PPR):** এটি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রধান নিয়ন্ত্রক। এর সাম্প্রতিক সংশোধনীতে ছোট আকারের চুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে, যা নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণকে সহজতর করবে।

• **বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোঃ** জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোকে ছয়টি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এতে জলবায়ু বাজেট ট্র্যাকিং ও রিপোর্টিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান।

• **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা:** এটি তৃণমূল পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার একটি সুশাসন কাঠামো তৈরি করে, যার আওতায় 'পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন' (WMAs)-এ নারীদের সদস্যপদ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।

বর্তমান ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ

যদিও নীতিগত কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে, তবুও অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে জেন্ডার এবং সামগ্রিক (GEDSI) - (জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি) বিষয়গুলোর প্রকৃত প্রতিফলন খুব কমই দেখা যায়। এর প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো:

• **সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CCA) প্রক্রিয়ার সাথে 'জেডসি' (GEDSI) বিষয়গুলোর সমন্বয়হীনতার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সম্যক ধারণার অভাবকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

• **ব্যয় সংক্রান্ত ধারণাগত বাধা:** একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সমন্বয় করলে প্রকল্পের ব্যয় অনেক বেড়ে যেতে পারে; যা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে জটিল করে তুলতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করে।

• **অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া:** প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশীজন দের সাথে আলোচনার যে আইনি বিধান রয়েছে, তা প্রায়ই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতামত শোনার পরিবর্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে নামমাত্র বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হয়।

• **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা:** যদিও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট রয়েছে এবং নকশা প্রণয়নের সময় বিশেষজ্ঞ সহায়তা নেওয়া হয়, তবুও প্রাপ্ত সুপারিশগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল রয়ে গেছে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোর সুশাসন শক্তিশালী করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ:

- জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়ক যাচাই-বাছাইকে শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে না দেখে, এগুলোকে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।
- প্রকল্প পরিচালকদের শুধুমাত্র ফরম পূরণের নিশ্চয়তা দিলেই চলবে না, বরং তাঁদের নকশায় জেন্ডার ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলো কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- প্রকল্পের একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকেই যেন জেন্ডার-সংবেদনশীলতা এবং জলবায়ু-সহনশীলতার বিষয়টি গুরুত্ব পায়, সেজন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা, গুণগত মানদণ্ড এবং পর্যালোচনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

১.৪ বাংলাদেশে অবকাঠামোর জীবনচক্র

বাংলাদেশে সরকারি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জীবনচক্র সাধারণত চারটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: চাহিদা নির্ধারণ, অবকাঠামো পরিকল্পনা, অবকাঠামো বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, মূল অংশীজন এবং নীতি-নির্দেশনা জড়িত থাকে; যা একটি অবকাঠামোর ধারণা থেকে শুরু করে এর অনুমোদন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এই জীবনচক্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীলতার বিষয়গুলো সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রকল্পের কোন কোন স্তরে যুক্ত করা সম্ভব, তা চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা' বা ডিপিপি (DPP), যা মূলত প্রকল্পের মূল্যায়ন, অনুমোদন এবং অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ প্রকল্পগুলো সাধারণত জাতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি - একনেক (ECNEC)-এর মতো উচ্চপর্যায়ের অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেও, তুলনামূলকভাবে ছোট অবকাঠামো প্রকল্পগুলো— বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)-এর আওতায় পরিচালিত প্রকল্পগুলো আরও সংক্ষিপ্ত ও সহজতর পদ্ধতি অনুসরণ করে- ফলে এই প্রকল্পগুলোতে জেন্ডার ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অবকাঠামো প্রকল্পের পার্থক্য

অবকাঠামোর জীবনচক্র প্রকল্পের পরিধির ওপর ভিত্তি করে ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। তাই জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণে এই পার্থক্যগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশিষ্ট্য	বৃহৎ অবকাঠামো	ক্ষুদ্র অবকাঠামো
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	একনেক (ECNEC) পর্যালোচনা এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন	মন্ত্রণালয় বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যায়ের অনুমোদন
প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়: পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।	এলজিইডি (LGED), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ।
অর্থায়ন	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাতীয় বাজেট	জাতীয় বাজেট বরাদ্দ, স্থানীয় সরকার তহবিল, সামাজিক অংশগ্রহণ
GEDSI অন্তর্ভুক্তি	সাধারণত দাতা সংস্থাগুলোর শর্ত সাপেক্ষে; আনুষ্ঠানিক জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) থাকা বাধ্যতামূলক। হয়	প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অধিক নমনীয়তা (যেমন: এলজিইডি-র GESAP, LCS মডেল)
সামাজিক সম্পৃক্ততা	আলোচনার আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা; তবে অনেক ক্ষেত্রে তা নামমাত্র হতে পারে	সরাসরি জনসম্পৃক্ততা; স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ

সারণি ৩: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অবকাঠামো পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র

এলজিইডি (LGED): স্থানীয় অবকাঠামোতে জলবায়ু ও জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান

এলজিইডি (LGED) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু বিপুল সংখ্যক প্রকল্প পরিচালনা করে, যা সংস্থাটিকে তাদের অভ্যন্তরীণ সুশাসনে জলবায়ু ও জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত ও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ দেয়। এর ফলে, এলজিইডি কেবল নির্দিষ্ট প্রকল্পে জেন্ডার ও জলবায়ু মানদণ্ড অনুসরণ করার গণ্ডি পেরিয়ে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি তৈরি করেছে, যেখানে প্রতিটি প্রকল্পেই এই বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক।

এলজিইডি-র প্রধান উদ্ভাবনসমূহঃ

• **জেন্ডার সূচক নির্দেশিকা:** এটি একটি স্কোরিং পদ্ধতি যা কাঠামোগতভাবে প্রকল্পের জেন্ডারভিত্তিক রেটিং-এর সাথে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ, নকশায় পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ সূচকগুলো যুক্ত।

• **জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম:** জেন্ডারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রাগুলো পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা।

• **শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক সমিতি (LCS) মডেল:** রক্ষণাবেক্ষণ বা নিয়মিত কাজের জন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সরাসরি নিয়োগের একটি সফল পদ্ধতি।

• **জলবায়ু সহনশীল স্থানীয় অবকাঠামো কেন্দ্র (CReLIC):** জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোর মানদণ্ড নির্ধারণ, জলবায়ু জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তিগত নিরীক্ষা সহায়তার জন্য একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র, পাশাপাশি এটি অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিচালনা করে।

• **জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (GESAP):** নীতিমালা গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়নসহ নয়টি লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করার একটি কৌশল।

জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সহনশীল অবকাঠামোর পথে

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিদ্যমান জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাকে আরও তীব্র করে তুলছে এবং নতুন ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণত জলবায়ুগত ভৌত ঝুঁকি (যেমন: বাঁধ শক্তিশালী করা) এবং জেন্ডারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে (যেমন: কোটাভিত্তিক নিয়োগ) আলাদাভাবে বিবেচনা করে। তবে জলবায়ুগত বিপদগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; এগুলো সামাজিক বৈষম্যের সাথে যুক্ত হয়ে সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই কার্যকর সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জেন্ডারভিত্তিক এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আলাদা না দেখে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে জেন্ডারভিত্তিক, জলবায়ু এবং অবকাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি আন্তঃসম্পর্কিত বহুমাত্রিক বৈষম্য নিরসনকারী পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো এই সমন্বয়কে প্রাধান্য দেয়, যা ভৌত স্থায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক সহনশীলতাও নিশ্চিত করে।

নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwDs) এবং নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যালঘুর মতো বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যেই সীমিত সুযোগ, সেবামূলক কাজের অসামঞ্জস্যপূর্ণ দায়িত্ব এবং সম্পদে সীমিত প্রবেশাধিকার-এর মতো কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন। যখন এসব সামাজিক ও জেন্ডারভিত্তিক দুর্বলতার সঙ্গে জলবায়ুজনিত দুর্যোগ যুক্ত হয়, তখন নতুন ও জটিল ঝুঁকির সৃষ্টি হয় যা আগে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রবীণ ব্যক্তি বাজারে হাঁটতে যাওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই চলাচলজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন (বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা)। কিন্তু যখন তীব্র তাপপ্রবাহ (জলবায়ুজনিত ঝুঁকি) ঘটে, তখন তা তার বয়স ও শারীরিক অবস্থার সঙ্গে মিলে চলাচলের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং হিট স্ট্রোকের মতো জীবনঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে—যা তুলনামূলকভাবে কমবয়সী পথচারীদের ক্ষেত্রে কম সম্ভাব্য। একটি সাধারণ জলবায়ু-সহনশীল বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সড়ক প্রকল্প হয়তো কেবল রাস্তার উপরিভাগ পাকা করা বা নিরাপত্তার জন্য আলোর ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয়; কিন্তু একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বহুমাত্রিক জটিলতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করে—যেমন ছায়াযুক্ত পথ, বিশ্রাম নেওয়ার স্থান এবং নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

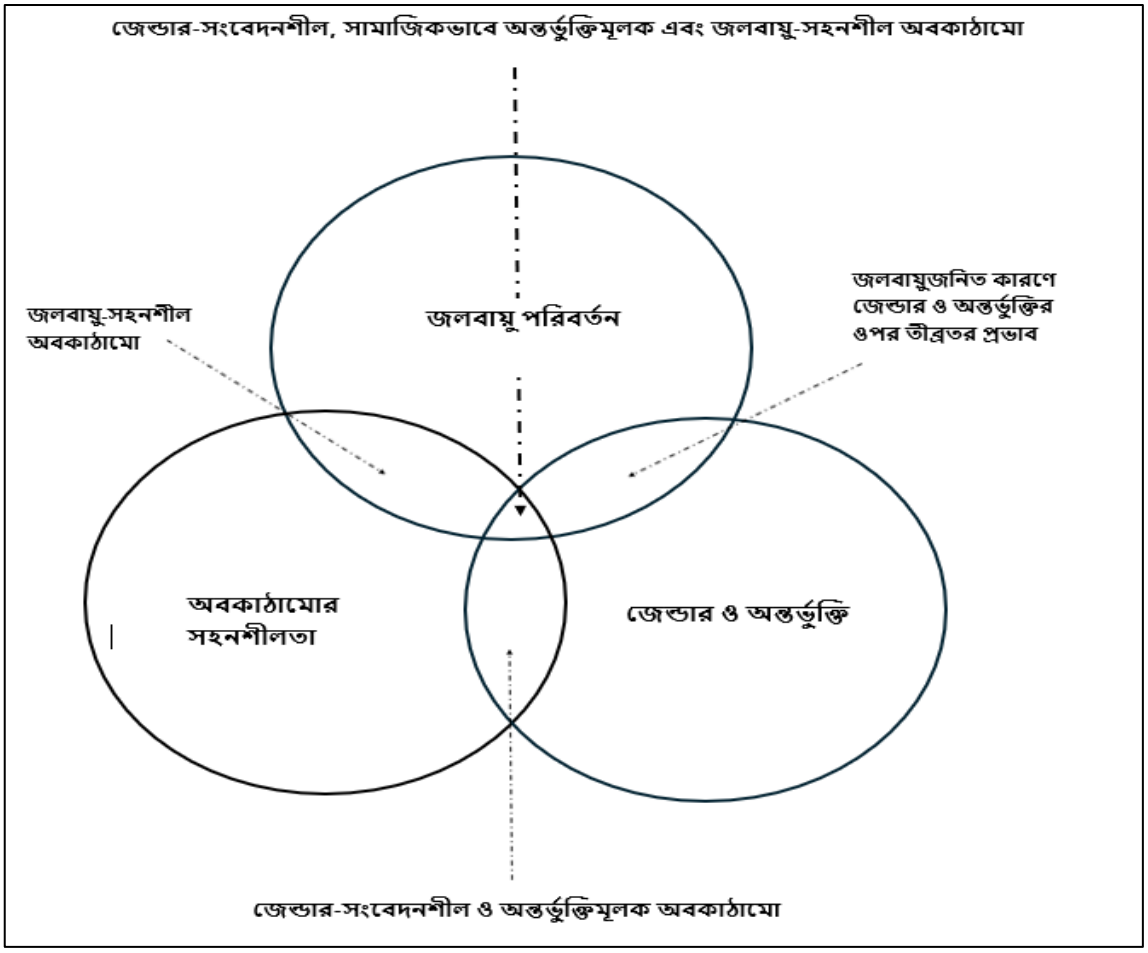

চিত্র ২: জেন্ডার, জলবায়ু ও অবকাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক

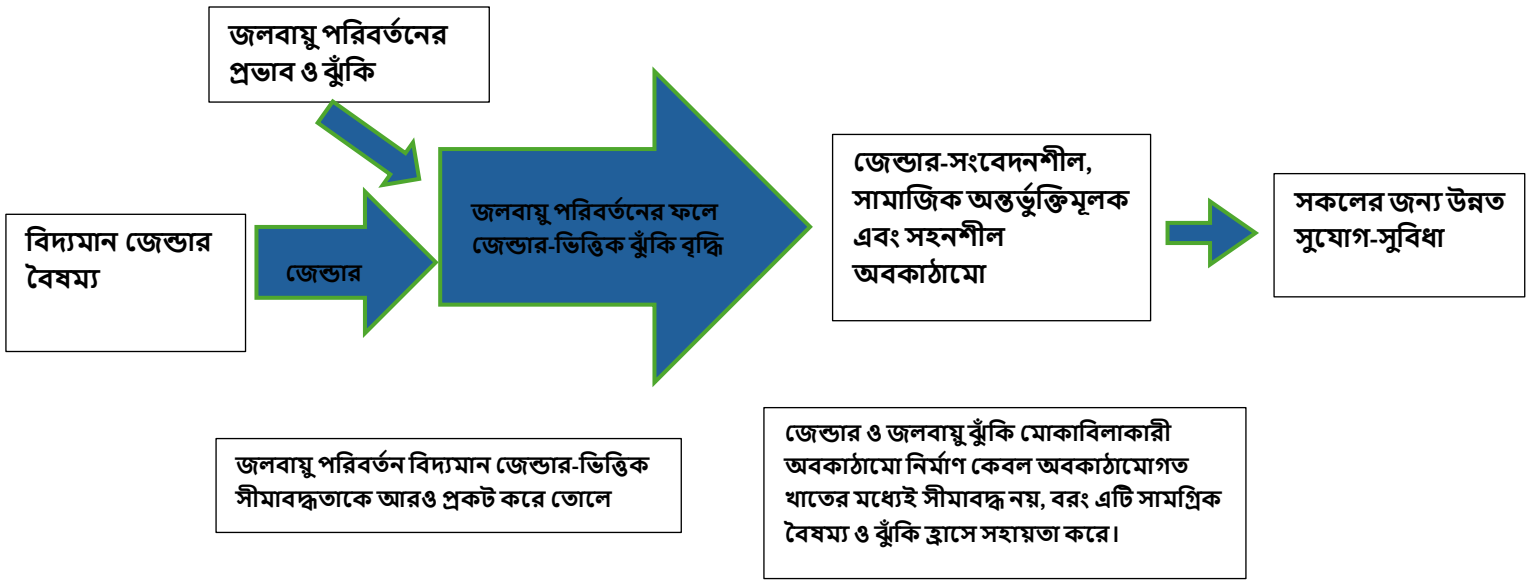

চিত্র ৩: জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং বিদ্যমান জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিগত ঝুঁকিগুলোকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়।

অবকাঠামো জীবনচক্রের প্রতিটি স্তরে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীলতা নিশ্চিতকরণ

জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহনশীল অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অবকাঠামো জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

অবকাঠামোর জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে অনুসরণযোগ্য মৌলিক নীতিমালা:

• **নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সমন্বয়ঃ** প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে শুরু করে প্রকল্প পরবর্তী পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা-বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে হবে, এবং এই প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে একটি 'ফিডব্যাক লুপ' হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে পূর্ববর্তী প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর অবকাঠামো নির্মাণ করা যায়।

• **নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণঃ** প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক আলোচনা থেকে শুরু করে নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

• **জেন্ডার–জলবায়ু–অবকাঠামো পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করা:** অবকাঠামোর সম্পূর্ণ জীবনচক্রে জলবায়ু, জেন্ডার এবং সামাজিক অতিসংবেদনশীলতার পারস্পরিক প্রভাব নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করা এবং অবকাঠামো পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বিদ্যমান জেন্ডার ঝুঁকিগুলোকে বাড়িয়ে তুলছে বা নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে, তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

• **অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা:** পরিকল্পনা ও নির্মাণ থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত অবকাঠামোর সম্পূর্ণ 'ভ্যালু চেইন'-এ নারীদের কর্মসংস্থান ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এছাড়াও অবকাঠামোর জীবনচক্রে GEDSI (লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি) এবং জলবায়ু সহনশীলতা কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রতিটি পর্যায়ের প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন প্রয়োজন। চিত্র ৪-এ অবকাঠামোর জীবনচক্র জুড়ে জলবায়ু-প্রভাবিত জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে।

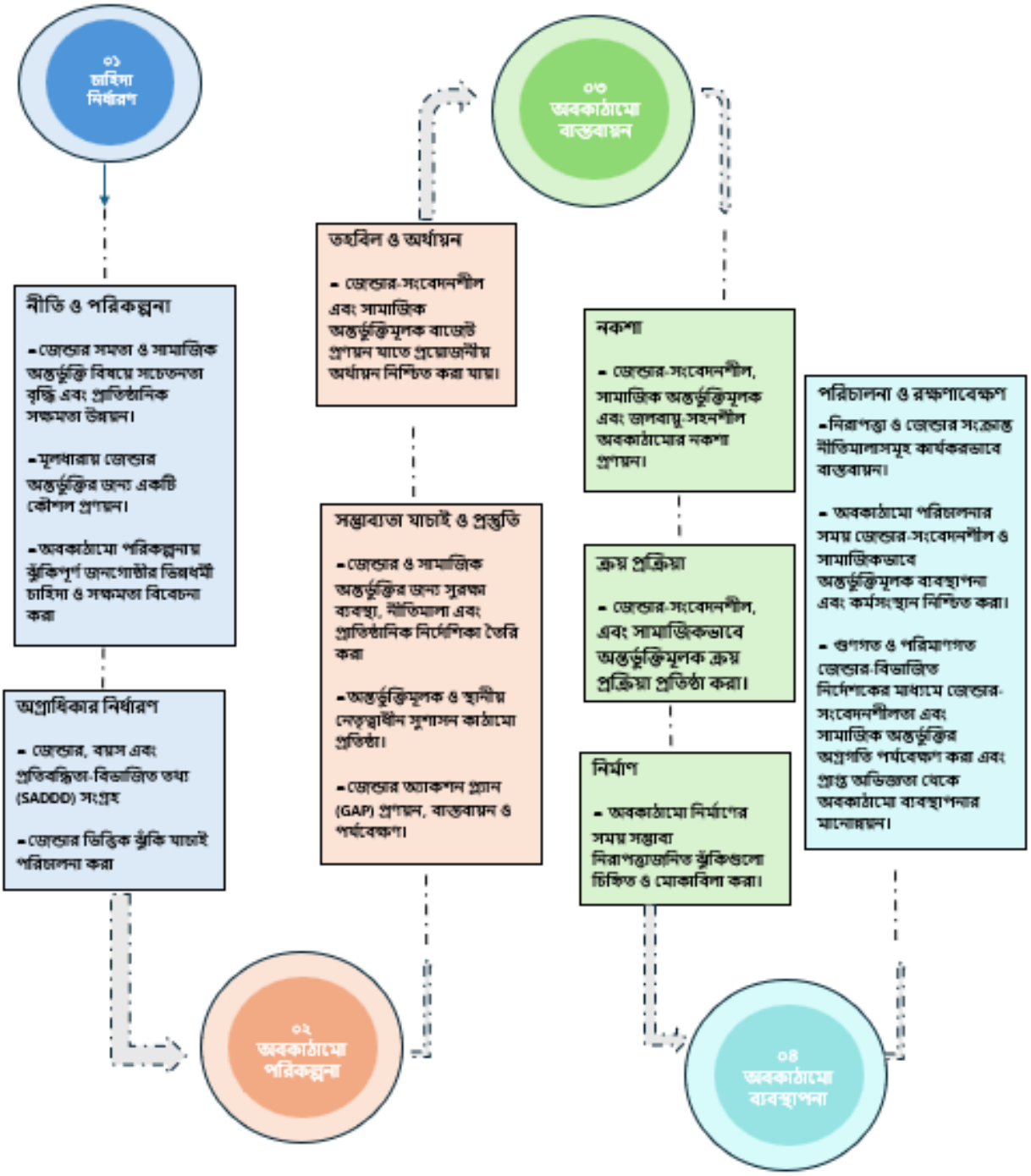

চিত্র ৪: জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ।

২. অবকাঠামোর জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীলতা নিশ্চিতকরণ

২.১ চাহিদা নির্ধারণ

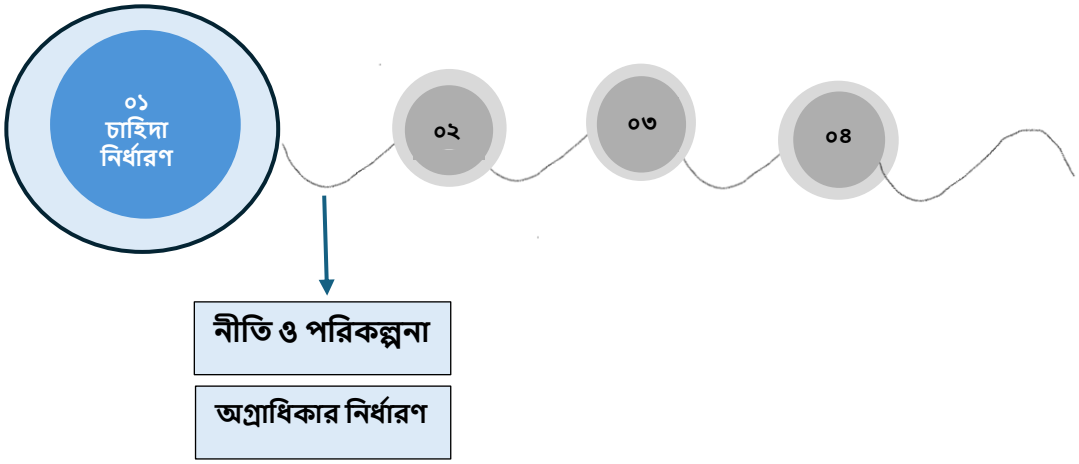

কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ (Summary of Actions)

নীতি ও পরিকল্পনা (Policies and Plans)

• প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলের প্রশিক্ষণ, তৃণমূল পর্যায়ে অংশীজনের সম্পৃক্ততা এবং কর্মপরিবেশে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা।

• একটি কার্যকর জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ কৌশলের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে কেবল প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থেকে সরিয়ে প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কৌশলগত লক্ষ্যে উন্নীত করা।

• প্রচলিত বিধিবিধান, নীতিমালা এবং চুক্তিগুলোতে বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অঙ্গীকারসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ

• ভিন্নধর্মী ঝুঁকি ও চাহিদাগুলো নির্ধারণের জন্য জলবায়ু-সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা।

• জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিবেচনার সমন্বিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য কৌশলগত এবং প্রকল্প পর্যায়ে জেন্ডার-ভিত্তিক ঝুঁকি যাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করা

সরকারি অবকাঠামো পরিচালনার জীবনচক্র মূলত 'চাহিদা নির্ধারণ' পর্যায়ের মাধ্যমেই শুরু হয়। এই পর্যায়েই উন্নয়নসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলোকে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প ধারণায় রূপান্তর করা হয়। এই ধাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলোকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অগ্রাধিকার এবং জাতীয় কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অবকাঠামো প্রকল্প নির্ধারণের প্রাথমিক ধাপসমূহ

১. উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের সুযোগ অথবা অবকাঠামোগত ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা।

২. একটি প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র তৈরি করা।

ক. এটি অবশ্যই উচ্চপর্যায়ের জাতীয় পরিকল্পনাগত কাঠামোর (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

খ. এটি অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা, যেমন—জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (ccGAP)-এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর একটি পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বা অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

প্রধান অংশীজন

এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত অংশীজনরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন:

• **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA):** নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট সমন্বয় এবং অবকাঠামো প্রকল্পে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে।

• **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoEFCC):** জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং 'ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফান্ড' ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এটি জলবায়ু সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে নেতৃত্ব দেয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (ccGAP)-এর মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

• **লাইন মন্ত্রণালয়সমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)** *(অবকাঠামো পৃষ্ঠপোষক সংস্থা):* সংশ্লিষ্ট খাতে অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে এবং সম্ভাব্য প্রকল্প ধারণা প্রস্তাব করে।

• **পরিকল্পনা কমিশন (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ):** বাজেট অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পগুলো জলবায়ু সহনশীলতা এবং অন্যান্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করছে কি না, তা যাচাই ও বাছাই করে।

• **স্থানীয় সম্প্রদায়:** স্থানীয় কমিটি ও অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (PCP) যাচাই এর ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা এবং তাদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা জরুরি, যাতে সেই সব অবকাঠামো প্রকল্পই পরবর্তী সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচিত হয়, যা জাতীয় জেন্ডার ও জলবায়ু অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

PCP-তে জলবায়ু এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে জাতীয় কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যা নিচের উপায়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে:

• **জলবায়ু অর্থায়নের যৌক্তিকতাঃ** জাতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদনে জলবায়ু অর্থায়নের যে ছয়টি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে, তার মধ্যে অবকাঠামো অন্যতম, ফলে এটি জলবায়ু-সহনশীল প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

• **জেন্ডার-ভিত্তিক আদর্শ কাঠামোঃ** বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (ccGAP) -এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জেন্ডার-নিরপেক্ষ নয় এবং তাই জলবায়ু কর্মসূচিতে জেন্ডার বিষয়ের সমন্বিত অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

• **কার্যকরী যাচাই প্রক্রিয়াঃ** প্রকল্পটির পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (PCP)- তে পরিবেশ ও জলবায়ু প্রভাবের প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ক প্রভাবগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকা বাধ্যতামূলক।

চাহিদা নির্ধারণ পর্যায়ে জলবায়ু, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সমন্বয়

বাংলাদেশে অবকাঠামোর চাহিদা নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগতভাবে লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো (CRI) যেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রকৃত চাহিদাকে প্রতিফলিত করে সেই লক্ষ্যে একটি আন্তঃসংযোগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচিত নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwD) এবং বহুমুখী প্রান্তিকতার শিকার—এমন জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের চাহিদাগুলোকে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সক্ষম এমন বিশদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার এবং নিয়মিত হালনাগাদ করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্যায়েই প্রামাণ্য তথ্যের এই প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা কৌশলগত পরিকল্পনাকে কেবল সামগ্রিক বা গড় সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সহায়তা করবে। এর ফলে জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনাবিদগণ জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো খাতে এমনভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারবেন, যা সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করবে এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্র এড়িয়ে চলবে।

অবকাঠামো পরিকল্পনায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী চাহিদা ও সক্ষমতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি তাদের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করা

একটি কার্যকর জেন্ডার -সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নিশ্চিত করতে প্রচলিত 'সবার জন্য একই মানদণ্ড' পদ্ধতি থেকে সরে এসে একটি আন্তঃসংযোগমূলক এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল বিশ্লেষণভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরি।

প্রকল্পের শুরুতেই তিনটি বিষয়ে বাধ্যতামূলক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবেঃ জেন্ডার বিশ্লেষণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) এবং জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণ। এই তিনটি দিক চিহ্নিত এবং বিবেচনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

• **তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবার-ভিত্তিক উপাত্তের চেয়ে ব্যক্তি-ভিত্তিক বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার দেওয়াঃ** পারিবারিক গড় হিসাবের মাধ্যমে অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বৈষম্যগুলো আড়ালে পড়ে যায়। তাই পরিবার কাঠামোর ভেতরে নারী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রকৃত দুর্বলতা বোঝার জন্য ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির মানচিত্রায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রকল্প মূল্যায়নের সময় সময়-স্বল্পতাকে কে একটি কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করা এবং অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের চাপ শনাক্ত করা প্রয়োজন, যাতে এমন পদক্ষেপ পরিকল্পনা করা যায় যা নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সহজ করে তুলবে। জলবায়ু প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বিদ্যমান জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি-সংক্রান্ত দুর্বলতাকে আরও তীব্র করে তুলছে অথবা নতুন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে তা এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

• **লক্ষ্যভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে যাচাইকরণঃ** নিরাপত্তা ও প্রবেশগম্যতা পর্যালোচনার মতো বিশেষায়িত উপকরণ ব্যবহার করে অবকাঠামোর ভৌত প্রতিবন্ধকতা এবং যৌন শোষণ, নিপীড়ন ও হয়রানির (SEAH) ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। অংশগ্রহণকারীদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। আলোচনার পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে নারীরা তথ্য জানতে পারেন এবং নির্ভয়ে তাদের মতামত প্রকাশের নিরাপত্তা বোধ করেন। এছাড়া, এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেবল মতামত প্রদানকারী হিসেবে নয়, বরং অগ্রাধিকার নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

• **স্থানীয় সক্ষমতা এবং জ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদানঃ** অবকাঠামো পরিকল্পনায় জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় ও আদিবাসী জ্ঞানকে কাজে লাগানো উচিত এবংমনে রাখা জরুরি যে, নারীরাই সাধারণত পারিবারিক সম্পদের মূল ব্যবস্থাপক এবং দুর্যোগকালীন সময়ে তারাই প্রথম উদ্ধারকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচিত তাদের নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নারী কর্মীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই সক্ষমতার প্রতিফলন ঘটানো, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

• **গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোকে প্রকল্পের জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) এবং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি কৌশলে রূপান্তর করাঃ** প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কারিগরি মাপকাঠি বিবেচনা না করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুবিধা এবং জলবায়ুগত ঝুঁকিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রকল্পের নকশা অবশ্যই সকল ব্যবহারকারীর জন্য সর্বজনীন প্রবেশগম্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হবে, যেন অন্তঃসত্ত্বা নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল ব্যবহারকারী এটি সহজে ব্যবহার করতে পারেন। চুক্তিপত্রের নথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক সুরক্ষা এবং সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর

মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, পুনর্বাসন বা জীবিকা হারানোর মতো নেতিবাচক প্রভাবগুলো মোকাবিলায় যথাযথ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

• **জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে উন্নত আন্তর্জাতিক চর্চাগুলো গ্রহণ করাঃ** জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির গভীরতর বিশ্লেষণ কেবল সাধারণ তথ্যের পৃথকীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং বিভিন্ন প্রভাবক যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বর্ণপ্রথা, লিঙ্গ পরিচয় এবং প্রতিবন্ধিতার বিষয়গুলো কীভাবে বৈষম্যের একটি অনন্য ও জটিল অভিজ্ঞতা তৈরি করে—তা খতিয়ে দেখে। অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বৈষম্যের মূলে আঘাত করা; যেখানে প্রকল্পগুলো শুধুমাত্র বর্তমান প্রতিকূলতাগুলো মোকাবিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সেইসব কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে যা সম্পদের ওপর নারীর অধিকার সীমিত করে এবং তাদের জলবায়ুগত ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি কৌশল বনাম জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)

• **জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি কৌশলঃ** এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যাতে মানবসম্পদ, অর্থায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের প্রটোকলগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে যথাযথ ও কার্যকর হয়।

• **জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAPs):** প্রকল্প পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় এবং এতে জেন্ডার-সম্পর্কিত সূচক, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বাজেট এবং বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি কৌশলসমূহ জাতীয় জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, চাহিদা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলীর সমন্বয় সাধন করে যা প্রকল্পভিত্তিক জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)–গুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহ

১ **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করতে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা, প্রকল্প দলগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।**

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলোকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যদিও সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও কাঠামো (যেমন: ccGAP) এই বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করছে, তবুও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এগুলো আরও শক্তিশালী করা জরুরি। এই সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা উন্নয়নের কার্যক্রম সরকারি ও বেসরকারি সকল স্তরেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকারি দপ্তরসমূহের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমঃ

- অবকাঠামোর নকশা ও ব্যবস্থাপনায় শুরু থেকেই যেন কর্মকর্তারা জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং জলবায়ু-সহনশীল নীতিমালাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, সেজন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- পরিকল্পনা ইউনিটের ভেতরেই সরাসরি জেন্ডার এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা; যা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমেই জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি বিশ্লেষণের সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

- জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক আলোচনার জন্য 'জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম'-এর মতো একটি বিশেষায়িত কাঠামো গড়ে তোলা এবং নিশ্চিত করা যে এসব আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। বা মেকানিজম নিশ্চিত করা, যাতে এই আলোচনাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

প্রকল্প দলের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (PMU) অভ্যন্তরে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ক সুনির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিশ্চিত করা।

- সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধি বা 'TOR' সহ এমন পরামর্শক দল গঠন করা, যা তাদের নকশা প্রণয়ন এবং পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করে।

- প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি যুক্ত সকল কর্মীদের (ঠিকাদার, অপারেটর, অডিটর এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশসহ) তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যেখানে বৈষম্যহীনতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি বা সংবেদনশীলতা এবং পেশাদার আচরণের মানদণ্ডের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমঃ

- নারীদের ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ কীভাবে তাদের প্রভাবিত করে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগ কার্যক্রম জোরদার করা; একটি সমন্বিত উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নেওয়া যেখানে স্থানীয় সমাজ জেন্ডার-বিষয়ক সচেতনতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করবে।

(চিত্র ৪ – পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে)

এই কাঠামোগত সমন্বয় জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক বিবেচনা থেকে সরিয়ে এনে প্রতিষ্ঠানের মূল প্রশাসনিক কার্যাবলীতে পরিণত করে এবং প্রকল্পের সমগ্র জীবনচক্র জুড়ে অভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মানদণ্ড নিশ্চিত করে।

এছাড়াও জেন্ডার, জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়গুলোকে কেবল অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে না দেখে বরং এদের পারস্পরিক যোগসূত্র অনুযায়ী একটি সামগ্রিক রূপরেখায় যুক্ত করা উচিত। সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক স্বচ্ছ যোগাযোগের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা সম্ভব যে, ভৌত অবকাঠামো নেটওয়ার্কের পাশাপাশি একটি দক্ষ জনকাঠামোও গড়ে উঠবে, যারা জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা এবং প্রবেশগম্যতার মানদণ্ড কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সচেতনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে উচ্চ-পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নারীদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত তৈরি করা এবং কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানো আবশ্যক।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো নিম্নলিখিত উপায়ে কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে:

- প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী এবং সামাজিক সংগঠক হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে নারীদের সক্রিয়ভাবে নিয়োগ প্রদান।
- জেন্ডার-সংবেদনশীলতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক পরিকল্পনা মডিউলগুলো সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।
- একটি পারস্পরিক শেখার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান আদান-প্রদান এবং যৌথভাবে সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা সৃষ্টি হয়; ফলে এর মাধ্যমে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো উন্নয়নকে কেন্দ্র করে একটি কার্যকর প্র্যাকটিস কমিউনিটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২ জেন্ডার মূলধারাকরণ কৌশলের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কেবল আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা থেকে সরিয়ে একটি প্রধান কৌশলগত উদ্দেশ্যে উন্নীত করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকে মূলধারায় যুক্ত করার কৌশলের মাধ্যমে এটি আগে থেকেই অনুমান করতে হবে যে—জলবায়ুজনিত দুর্যোগগুলো কীভাবে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক বিপদাপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রধান সরকারি সংস্থাগুলোতে এই প্রতিশ্রুতিগুলোর আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান প্রয়োজন।

একটি পূর্ণাঙ্গ জেন্ডার ও মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণের কৌশল গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থায়নসহ একটি নির্দিষ্ট 'জেন্ডার ফোকাল স্ট্রাকচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে। উক্ত কাঠামোগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, উন্নয়ন প্রস্তাবনাগুলো পর্যালোচনা এবং জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো জোরালোভাবে তুলে ধরতে (Advocate) সহায়তা করবে। এছাড়া, এগুলো জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তির বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে

কাজ করবে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সামাজিক বৈষম্যের আন্তঃসম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। জেন্ডার মূলধারাকরণের একটি সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে এলজিইডি-র 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান' (GESAP)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

LGED-এর জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (GESAP)-এর নয়টি লক্ষ্যমাত্রা

এলজিইডি-র 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান' (GESAP) নয়টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয়ে গঠিত একটি কাঠামোর মাধ্যমে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে:

১. **নীতিমালা গ্রহণঃ** প্রতিটি খাত, ইউনিট এবং প্রকল্পের জন্য জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ সকল খাত, ইউনিট এবং প্রকল্পে 'গ্যাপ' (GAP) বাস্তবায়নের তদারকি ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 'এলজিইডি জেন্ডার ফোরাম' প্রতিষ্ঠা করা।

৩. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E): জেন্ডার সূচকের ভিত্তিতে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. অবকাঠামো উন্নয়নঃ নারীবান্ধব অবকাঠামো পরিকল্পনা ও নির্মাণ নিশ্চিত করা।

৫. **নিয়োগ ও কর্মপরিবেশ:** নারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, সকল ইউনিট ও স্তরে নারী কর্মীদের অনুপাত বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশের মানোন্নয়ন করা।

৬. প্রশিক্ষণঃ জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ এবং নতুন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।

৭. অংশগ্রহণঃ সকল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. ক্ষমতায়নঃ LGED এবং এর সহায়তাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কাঠামোতে নারীদের সক্রিয় ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৯. অর্থায়ন: এলজিইডি-এর কৌশল বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ করা।

সাইক্লোন শেল্টার বিষয়ক কেস স্টাডি—'সাইক্লোন শেল্টার এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (LGED) জেন্ডার অন্তর্ভুক্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ'-এ দেখা গেছে, GESAP জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলোর সাথে সমন্বয় করে ব্যবহারের জন্য একটি চমৎকার মাধ্যম।

উৎস: ADB (2017) People's Republic of Bangladesh: Institutionalizing Gender Equality Practices in
Local Government Engineering Department (LGED). Technical Assistance Concept Note Project

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি কার্যকর জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি কৌশলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

• প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিশ্লেষণ:

এটি কেবল সাধারণ জনতাত্ত্বিক তথ্যের (Demographics) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পদ্ধতিগতভাবে 'লিঙ্গ-ভিত্তিক পৃথক বেসলাইন' (Sex-disaggregated baseline) তৈরি করবে। যা শুধুমাত্র অর্জিত ফলাফল নয়, বরং প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব সঠিকভাবে করতে সহায়তা করবে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি অবকাঠামো খাতের সুনির্দিষ্ট বাধাগুলো—যেমন দক্ষতার অভাব, ঋণ প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো গভীরভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। প্রতিটি অবকাঠামো খাতে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে, তাও বিবেচনায় নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবহন খাতে ডায়াগনস্টিকসের মাধ্যমে 'ট্রিপ চেইনিং' বা একই যাত্রায় একাধিক গন্তব্যের সমন্বয় (যেমন গৃহস্থালি ও অর্থনৈতিক যাতায়াতের সমন্বয়)-এর মতো জটিল যাতায়াত পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাত কীভাবে সেগুলোকে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করতে হবে; যাতে প্রথাগত যাতায়াত ব্যবস্থার বাইরেও প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী নকশা তৈরি করা সম্ভব হয়। একইভাবে, অন্যান্য অবকাঠামো খাতেও প্রতিটি চিহ্নিত গোষ্ঠী কীভাবে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ব্যবহার করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন তাদের কীভাবে প্রভাবিত করে, তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

• অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন: জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিশ্লেষণের পরিপূরক হিসেবে এমন একটি সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা করা প্রয়োজন, যা প্রচলিত পরিবারভিত্তিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং নারী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর সম্ভাব্য ভিন্নধর্মী প্রভাবগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করবে, যাতে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা কীভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা যথাযথভাবে পর্যালোচনা সম্ভব হবে।

• অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণমূলক উপকরণ: বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশকে বাস্তবায়নে রূপ দিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নির্দিষ্ট অংশগ্রহণমূলক উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। পরামর্শ প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত করতে **পাবলিক কনসালটেশন কমিটি (PCCs)** গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কোটা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই পরামর্শ কাঠামোগুলোকে যেন কেবল প্রতীকী অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পরামর্শ সভা আয়োজন করা উচিত। এছাড়া, নারীদের গৃহস্থালি কাজের চাপের কথা মাথায় রেখে সভার সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং সভায় নারী সঞ্চালকের নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

• উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP) এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়: এই কৌশলটি আর্থিক ও আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য DPP-এর মধ্যে বাজেট পরিকল্পনায় জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলোর সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ক্রয়প্রক্রিয়া নির্দেশিকায় জেন্ডার-সংবেদনশীলতা এবং বৈষম্যবিরোধী সুরক্ষা শর্তাবলি যুক্ত করা আবশ্যক—যার মধ্যে সমান মজুরি নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

• **উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণের ব্যবহার:** মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জিপিএস ম্যাপিং এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং যাতায়াতের প্রতিবন্ধকতাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, যা সাধারণ জরিপে অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। কিছু নির্দিষ্ট খাতে অতি-ক্ষুদ্র বা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হলে তা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বহুমুখী বৈষম্য নিরসনের প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করবে। পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উন্নত বিশ্লেষণী মডেল তৈরি করলে বিভিন্ন জলবায়ুজনিত দুর্যোগের ফলে জেন্ডার ভিত্তিক প্রভাবগুলো সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, (যেমন: বন্যা কীভাবে পুরুষদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুলনায় নারীদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার চাহিদাকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে), ফলে জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক কৌশলগুলো সাধারণ না হয়ে বরং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিকভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

জেন্ডার মূলধারাকরণ কৌশল প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট অংশীদার সংস্থাগুলোর (যেমন: জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) এবং জলবায়ু সহনশীলতার ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoEFCC)) সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে এটি বিদ্যমান নীতিমালার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত এবং সমাধান করার পাশাপাশি, দেশের সংবিধানের আওতায় বিদ্যমান জাতীয় বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, বিশেষ করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (CEDAW)-এর সঙ্গে নীতিগত সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩ নীতিমালা ও চুক্তিতে বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা যুক্ত করে জেন্ডার সমতা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকে মূলধারায় আনার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্রাসঙ্গিক বিধিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা জরুরি। এই নির্দেশিকাটি নিশ্চিত করবে যে— জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ কেবল নীতিগত উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হবে।

সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিধিমালা, খাতভিত্তিক নির্দেশিকা এবং অন্যান্য সরকারি নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো অবশ্যই চুক্তিনামায় আইনত প্রয়োগযোগ্য হতে হবে এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP), টিওআর (TOR) এবং অন্যান্য ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সুরক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ হলো:

• **শ্রমের মৌলিক মানদণ্ড:** নির্মাণ চুক্তিতে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, নিয়োগে বৈষম্যহীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে হয়রানির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক করা।

• **সহনশীলতা মানদণ্ড:** অবকাঠামো যেন তার পুরো জীবনচক্র জুড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে এবং ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দিতে পারে, জীবনচক্রের নকশার প্রতিটি ধাপে তা নিশ্চিত করা।

• **স্থান-ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা:** চাহিদা মূল্যায়নের সময় প্রয়োজনীয়তা হিসেবে চিহ্নিত সামাজিক অবকাঠামোসমূহ, যেমন—পৃথক শৌচাগার এবং ডে-কেয়ার সেন্টারের সুবিধা প্রদানের জন্য ঠিকাদারদের বাধ্য করতে হবে।

• **আর্থিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা:** প্রকল্পের বাজেটে এসব নকশাগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখা যেন নির্মাণ পর্যায়ে খরচ কমানোর অজুহাতে এগুলো বাদ না পড়ে।

এই সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে একটি আইনি ও সুসংগত রূপ দিতে হলে নির্দিষ্ট খাত বা প্রকল্প-ভিত্তিক জেন্ডার, সামাজিক বা জলবায়ু ঝুঁকি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তুচ্যুতি প্রয়োজন হলে নারীদের জীবিকা ও সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভূমি মালিকানা সুরক্ষায় নারী-সংবেদনশীল পদক্ষেপ হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমির মালিকানা নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪ অগ্রাধিকার নির্ধারণ

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি ও চাহিদার পার্থক্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

জাতীয় নীতিমালা ও কাঠামোর সঙ্গে অবকাঠামো বিনিয়োগ যেন সংগতিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রকল্প পর্যায়ে নির্ভুল SADDD সংগ্রহ একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। পাশাপাশি, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জলবায়ু তথ্যের বিশ্লেষণও সংযুক্ত করা প্রয়োজন। জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মানচিত্র এবং অন্যান্য মূল্যায়নগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে কীভাবে জলবায়ুজনিত ঝুঁকি জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি-বিষয়ক ঝুঁকিগুলোকে প্রভাবিত করে।

এর মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব হবে যে—প্রস্তাবিত অবকাঠামো প্রকল্পটি কি জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করছে নাকি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, এবং এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী কতটা সুরক্ষা পাচ্ছে বা না কি পাচ্ছে না। এই তথ্য ও বিশ্লেষণগুলো সংগ্রহ করে সরাসরি ডিপিপি (DPP)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নকশা প্রণয়নকারী পরামর্শকদের নির্দেশনা শর্তাবলী (TOR)-এ স্পষ্টভাবে জেন্ডারভিত্তিক এবং জলবায়ু সংক্রান্ত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এর ফলে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের শুরু থেকেই তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

জেন্ডার-ভিত্তিক জলবায়ু প্রভাবগুলো দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে সীমিত তথ্যের (SADDD) প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে আরও তীব্র করে তোলে, যা বিস্তারিত তথ্যের অভাব থাকলে অনেক সময় যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয় না। যেমন, অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্যের ঘাটতি থাকলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলোও অনেক ক্ষেত্রে আড়ালেই থেকে যায়, যা নিচের উদাহরণগুলোতে স্পষ্ট:

- ধীরগতির জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা যেমন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং খরা পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে নিরাপদ সুপেয় পানি সংগ্রহের জন্য নারীদের অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হয়, যা তাদের জন্য সময়স্বল্পতার সমস্যা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কমিয়ে দেয়।

- আকস্মিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা যেমন বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে যেসব জনগোষ্ঠীর আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার সুযোগ সীমিত (প্রায়শই গৃহকেন্দ্রিক অবস্থানে থাকা নারী ও শিশু) বা যাদের চলাচল সীমিত (বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি), তারা তুলনামূলকভাবে বেশি মৃত্যুঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

নির্দিষ্ট জলবায়ুজনিত ঝুকিগুলো চিহ্নিত করার জন্য SADDD-এর অভাব থাকলে অবকাঠামো প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী হলেও সামাজিকভাবে ভঙ্গুর থেকে যেতে পারে। তাই অবকাঠামো পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আন্তঃসংশ্লিষ্টতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ককে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে এই তথ্যের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রস্তুতকৃত জলবায়ু ঝুঁকি মানচিত্র বা অন্যান্য মূল্যায়নগুলো জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবেদনশীলতার সাথে জলবায়ু ঝুঁকিকে সমন্বিত করে জাতীয় পর্যায়েও সাহায্য করতে পারে; এটি নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি কেবল সাধারণ 'জনশুমারি' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ SADDD কাঠামোতে রূপান্তর করতে হবে; যা লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি নৃগোষ্ঠী এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান এর মতো আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলোকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে দেখাবে। এ ধরনের মূল্যায়নে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে জলবায়ু ঝুঁকি, লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি-সংক্রান্ত দুর্বলতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, সংগৃহীত তথ্যে অবশ্যই অবকাঠামো ব্যবহারের ধরনসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যাতায়াতের উদ্দেশ্য, যাতায়াতের মাধ্যম এবং সময়ের ব্যবহারের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো হলে গ্রামীণ সড়ক ও নগর পরিবহন ব্যবস্থার নকশা আরও কার্যকরভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়, যা নারীদের সুনির্দিষ্ট যাতায়াত চাহিদা (যেমন: পারিবারিক সেবামূলক কাজের জন্য বহুমুখী যাতায়াত) পূরণ করার পাশাপাশি তাদের জলবায়ু ঝুঁকি থেকেও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

তথ্যের বিদ্যমান ঘাটতিগুলো মোকাবিলার জন্য SADDD সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার এবং স্থানীয় জলবায়ু বিশ্লেষণের বিষয়টিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করার পাশাপাশি জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রমের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে জাতীয় জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি রয়েছে, তা দূর করতে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও তথ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বক্স X: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) কর্তৃক পরিবহন সংক্রান্ত SADDD সংগ্রহ ((*পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে* ... তথ্য পর্যাপ্ত হলে পরবর্তীতে বিস্তারিত যুক্ত করা হবে)

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রাগুলো কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে অবকাঠামো প্রকল্পের পুরো জীবনচক্র জুড়ে কর্মী ও সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ করা অপরিহার্য। এর জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং পরিবহন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যাতে লিঙ্গ প্রতিনিধিত্বের ঘাটতিগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। নির্মাণ খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা চ্যালেঞ্জিং হলেও, জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলো দূর করতে একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদে উন্নতির জন্য এমন একটি তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত যা বৈষম্যের বিভিন্ন স্তর (যেমন: একজন আদিবাসী বয়স্ক বিধবা) কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের একাধিক ঝুঁকির সাথে যুক্ত হয়ে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে তা বিশ্লেষণ করতে পারে; অর্থাৎ, এর মাধ্যমে প্রতিটি ঝুঁকি আলাদাভাবে না দেখে সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব বোঝা সম্ভব হবে। এর ফলে কেবল জনসংখ্যার মৌলিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সুনির্দিষ্ট জলবায়ু ঝুঁকি (যেমন—আকস্মিক বন্যা বনাম লবণাক্ততা) কীভাবে নারী ও পুরুষের ওপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে সম্পদের ক্ষতি ও স্বাস্থ্যগত ফলাফলের ক্ষেত্রে, তা বিশ্লেষণ করার জন্য আরও শক্তিশালী গবেষণার সুযোগ তৈরি করবে। এই ধরনের প্রমাণভিত্তিক তথ্যভান্ডার সুনির্দিষ্ট অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

- **জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু বিবেচনাকে সমন্বিত করে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণে কৌশলগত ও প্রকল্প—উভয় পর্যায়েই 'জেন্ডার-ভিত্তিক সংবেদনশীলতা যাচাই (GVA) পদ্ধতি প্রয়োগ করা।**

জেন্ডার-ভিত্তিক সংবেদনশীলতা যাচাই (GVA) প্রক্রিয়াটি দুটি স্তরে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমত, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে, জিভিএ (GVA) একটি কৌশলগত কাঠামো হিসেবে কাজ করে যা নীতি নির্ধারণ, বাজেট বরাদ্দ এবং দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিকনির্দেশনা দেয়। দ্বিতীয়ত, প্রকল্প পর্যায়ে, GVA নির্দিষ্ট স্থান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও কার্যক্রমমূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে; যাতে প্রস্তাবিত অবকাঠামো সফলভাবে স্থানীয় ঝুঁকি কমাতে পারে এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। উভয় পর্যায়েই বিবেচনা করা জরুরি যে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকিগুলোকে আরও তীব্র করে

তুলছে। এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সংক্রান্ত সমন্বিত চাহিদার ভিত্তিতে অবকাঠামো বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা নিশ্চিত হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে GVA-এর করণীয়সমূহ:

- দক্ষ কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের প্রাথমিক ধাপগুলোতে- (যেমন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সমস্যা বিশ্লেষণ পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন) যুক্ত করতে হবে, যাতে প্রস্তাবিত অবকাঠামো কৌশলের মূল যুক্তি ও ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়।

- অবকাঠামো বিনিয়োগ যেন জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা।

- পূর্বে সংগৃহীত SADDD অন্তর্ভুক্ত করা এবং এসব তথ্যের সঙ্গে জলবায়ু ঝুঁকির পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো চিহ্নিত করা।

- বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিগুলো কীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে প্রভাবিত করে, তা অনুধাবন করা।

- সামাজিক কাঠামো ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য পদ্ধতিগতভাবে পর্যালোচনা করা।

- শ্রমবিভাজনের জেন্ডার-ভিত্তিক শ্রম বিভাজন চিহ্নিত করা এবং অবৈতনিক সেবামূলক কাজের বোঝা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এটি বাস্তবসম্মত জেন্ডার চাহিদা (যেমন পানি ও স্বাস্থ্যসেবা) এবং কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থের (ক্ষমতার বৈষম্য দূরীকরণ) মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে।

- স্বীকার করা যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয় এবং তা নারী ও পুরুষের ওপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

- কেবল বাহ্যিক প্রভাবের বাইরে গিয়ে ঝুঁকির মূল কারণগুলো (যেমন—সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব, ঋণের অপ্রাপ্যতা বা ভূমির মালিকানার অনিশ্চয়তা) চিহ্নিত করা, যা নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে।

- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা শনাক্ত করার জন্য যথাযথ যাচাই পরিচালনা করা, যাতে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো—যেমন ভূমি অধিগ্রহণের ফলে পুনর্বাসন, অথবা অস্থায়ী শ্রমিকদের আগমনের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি—চিহ্নিত করা যায়।

- একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের (SIA) মাধ্যমে এসব বিশ্লেষণ বাস্তবায়ন করা। অবকাঠামোর অবস্থান ও নকশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলবায়ু ও কারিগরি বিবেচনার পাশাপাশি শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) ও যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন (SEAH) প্রতিরোধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প পর্যায়ে (Project level) GVA-এর করণীয়সমূহ:

- এটি সম্ভাব্যতা যাচাই বা DPP প্রস্তুত প্রক্রিয়ার একটি বাধ্যতামূলক ধাপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নকশা পরামর্শকদের নির্দেশিত শর্তাবলী (**TOR**) - তে জেন্ডার ও

প্রতিবন্ধিতা ভিত্তিক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ (SADDD) করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক জলবায়ু তথ্য সংগ্রহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করে ঝুঁকি যাচাইয়ের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

• মাঠপর্যায়ে বিশেষায়িত অংশগ্রহণমূলক তদারকি, বিশেষ করে প্রবেশগম্যতা এবং রাত্রিকালীন নিরাপত্তা অডিট পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ধারণাগুলো যাচাই করতে হবে, যেখানে বিশেষভাবে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন (SEAH)-সংক্রান্ত ঝুঁকির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

• তথ্য সংগ্রহে জেন্ডার-সংবেদনশীল পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা।

• তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত ও সমাধান করা।

• জনসাধারণের ব্যবহৃত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে—(যেমন রেলস্টেশন, বাসস্টেশন, পার্ক, সড়ক ইত্যাদি)— সময় ও স্থান-ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা, উদাহরণস্বরূপ- দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে ১৫ মিনিট অন্তর নারী ও পুরুষের উপস্থিতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা; যাতে প্রকল্প এলাকায় কখন এবং কোথায় নারীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়, পাশাপাশি দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার প্রভাবও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

• স্থানীয় জলবায়ু ঝুঁকিগুলো সরাসরি প্রভাব ফেলার পাশাপাশি জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবেদনশীলতাকে কীভাবে আরও বাড়িয়ে দেয়, তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

• অবকাঠামোটি যেন সকল ব্যবহারকারীর মর্যাদা এবং স্যানিটেশন চাহিদা পূরণ করে তা নিশ্চিত করা, উদাহরণস্বরূপ, নারী ও মেয়েশিশুদের জন্য নিরাপদ, গোপনীয়তা বজায় রাখে এমন এবং সহজলভ্য ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (MHM) সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা।

২.২ অবকাঠামো পরিকল্পনা

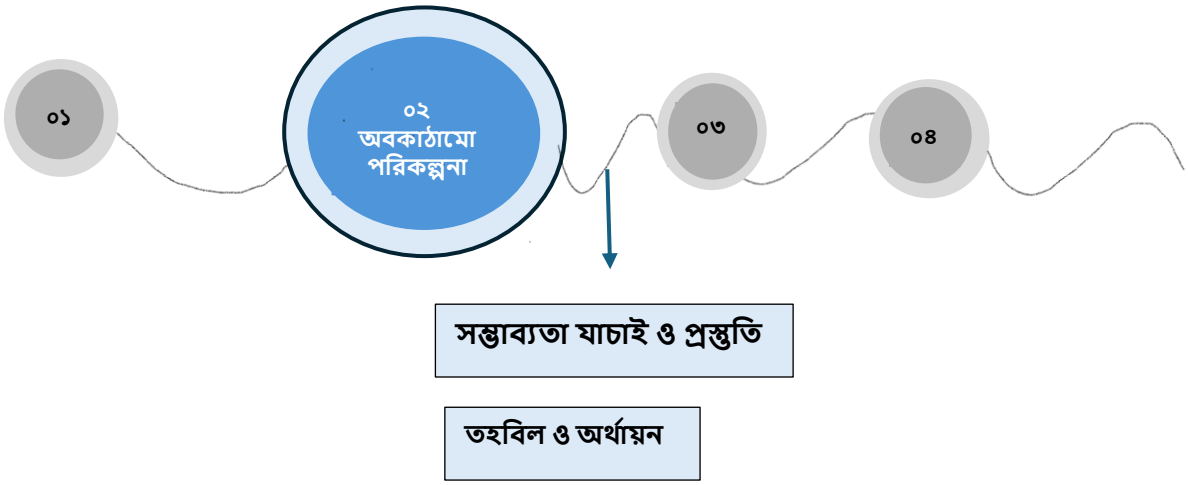

কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ:

সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রস্তুতি

- স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন এমন শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতা বাস্তবিক অর্থে বৃদ্ধি পায়।
- তথ্য-প্রমাণভিত্তিক 'জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন করা; যার জন্য নির্দিষ্ট বাজেট, বাধ্যতামূলক চুক্তিনামা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

তহবিল ও অর্থায়ন

- সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা ও জলবায়ু-সহনশীলতাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা; এজন্য এগুলোকে রাজস্ব নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা, বাজেটে বরাদ্দ বাধ্যতামূলক করা এবং ডিপিপি-র (DPP) আওতায় নির্দিষ্ট তহবিল আলাদা করে রাখা প্রয়োজন।

অবকাঠামো শাসনের জীবনচক্রে পরিকল্পনা ধাপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, নীতিগত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তব বিনিয়োগে রূপ নেয়। এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) প্রণয়ন ও অনুমোদনের মাধ্যমে, যা বাংলাদেশ সরকারের প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং অর্থায়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দলিল হিসেবে কাজ করে।

ডিপিপি (DPP) প্রণয়ন ও অনুমোদনের ধাপসমূহ:

১. প্রকল্পের চাহিদা নির্ধারণ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট জাতীয় মন্ত্রণালয়ে পাঠানো পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাবের অভ্যন্তরীণ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ।

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শাখা সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনসহ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ডিপিপিতে (DPP) অন্তর্ভুক্ত করে।

খ.

গ.

২. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) ডিপিপি পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় বডি ডিপিপি-টি পর্যালোচনা করার পর এবং কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

ক. অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থায়নের কৌশল নির্ধারণ করে, যার মধ্যে জাতীয় বাজেট, দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন তহবিল, অথবা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বা নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ঋণ ও অনুদানের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।

৩. বৃহৎ আকারের প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)-তে অতিরিক্ত পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

প্রধান অংশীজন

এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

- **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ঃ** মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্পদ বরাদ্দের দায়িত্ব পালন করে।; এছাড়া অনুমোদনের জন্য ডিপিপি (DPP) যাচাই-বাছাই করে।
- **অর্থ মন্ত্রণালয় (MoFi):** অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য উপযুক্ত অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করে। প্রয়োজন হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অর্থায়নের শর্তাবলি ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা করে।
- **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED):** ডিপিপি (DPP) প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই এবং অন্যান্য সহায়ক গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।
- **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC):** বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে।

একটি প্রকল্পের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় এর আর্থিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক দিকগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) প্রস্তুত করতে সাহায্য করে, যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'ডিপিপি ম্যানুয়াল' এ নির্দেশিত কাঠামো কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়।

ডিপিপির কাঠামোর মধ্যেই জলবায়ু সহনশীলতা এবং জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে ২৪.০ অনুচ্ছেদ -এ, যা সকল সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। প্রধান উপাদানগুলো হলো:

- **পরিবেশ ও জলবায়ু যাচাই:** এটি একটি বাধ্যতামূলক ফরম যার মাধ্যমে প্রকল্প উদ্যোক্তাকে প্রকল্পের পরিবেশগত ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ (যেমন: লাল, কমলা, সবুজ) করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের মূল ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের হিসাব রাখে, যাতে প্রকল্প অনুমোদনের আগেই জলবায়ু ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করা যায়।

- **সামাজিক ও জেন্ডার সমতা যাচাই:** এই কাঠামোটি সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার-ভিত্তিক তথ্য প্রয়োজন কি না তা জানাতে হয় এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য 'জেন্ডার-নির্দিষ্ট প্রভাব' কি হতে পারে ও ফলাফল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ (RBM) কাঠামোতে প্রাসঙ্গিক জেন্ডার-নির্দিষ্ট সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

- **অর্থনৈতিক মূল্যায়ন:** প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের বাইরে, ডিপিপি ম্যানুয়াল (DPP Manual) (প্রথম অংশ) অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে প্রকল্পের সমস্ত ব্যয় ও সুবিধা চিহ্নিত এবং পরিমাপ করা বাধ্যতামূলক। এটি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোকে আর্থিক কাঠামোর আওতায় আনার একটি মাধ্যম, যা তাত্ত্বিকভাবে সহনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সুবিধাগুলোকে অর্থায়নের মাপে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের সুশাসন শক্তিশালী করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর উচিত জেন্ডার সমতা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত শর্তাবলিকে কেবল নামমাত্র পালন না করে সেগুলোকে কৌশলগত নকশা ও পরিকল্পনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। প্রকল্প পরিচালক এবং পরামর্শকদের কেবল ফরম পূরণ নিশ্চিত করলেই চলবে না, বরং জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়ক যাচাই-বাছাই কীভাবে প্রকল্পের নকশা নির্বাচন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং জনসম্পৃক্ততার প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে তা স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা, মানসম্মত গুণগত মানদণ্ড এবং কার্যকর পর্যালোচনা প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে যে জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহনশীল বিবেচনাগুলো প্রকল্প ধারণা প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও বহিরাগত অর্থায়নভিত্তিক প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার শর্তাবলির কারণে এগুলো মানা হয়, তবুও জাতীয় ব্যবস্থায় এই

কৌশলগত ও নকশা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে তা দীর্ঘমেয়াদী জেন্ডার-পরিবর্তনকামী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক হবে।

এলজিইডি (LGED): স্থানীয় অবকাঠামোতে জলবায়ু ও জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাংলাদেশের পথিকৃৎ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু বিপুল সংখ্যক অবকাঠামো প্রকল্প পরিচালনা করে, ফলে সংস্থাটি তার অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামোর মধ্যে জলবায়ু ও জেন্ডার বিবেচনাকে দ্রুত ও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এর ফলে এলজিইডি (LGED) কেবল পৃথক প্রকল্পে জেন্ডার ও জলবায়ু সংক্রান্ত শর্ত পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা LGED-এর সব প্রকল্পেই এই বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

উদাহরণস্বরূপ, LGED প্রচলিত DPP চাহিদার পাশাপাশি 'জেন্ডার মার্কার টুলকিট'-এর মতো বিশেষায়িত উপকরণ ব্যবহার করে। সাধারণ চেকলিস্টের বিপরীতে এই স্কোরিং পদ্ধতিটি একটি প্রকল্পের জেন্ডার রেটিংকে সরাসরি নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ, নকশাগত পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ সূচকের সঙ্গে কাঠামোগতভাবে যুক্ত করে। এছাড়াও, জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা তদারকি ও আলোচনার জন্য এলজিইডি-র (LGED) একটি স্থায়ী 'জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' রয়েছে এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সরাসরি দুস্থ নারীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য তাদের একটি 'লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি' মডেল রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো এলজিইডির LGED-এর জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হয়।

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এলজিইডি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (CReLIC) প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কাজ হলো জলবায়ু মানদণ্ড নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক জলবায়ু জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরি পর্যালোচনা ও অডিটে সহায়তা প্রদান করে। এটি অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ করে, যা এলজিইডি LGED-এর সকল প্রকল্পে জলবায়ু বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নিশ্চিত করে। কেন্দ্রটি বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোর জন্য জলবায়ু ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করেছে এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নকশার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, তারা দ্রুত জলবায়ু ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে র‍্যাপিড ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ক্যালকুলেটর টুল, যা বিভিন্ন সরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত জলবায়ু তথ্য ব্যবহার করে দ্রুত ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রদান করে—বিশেষত সেইসব নিয়মিত অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে, যেখানে পূর্ণাঙ্গ জলবায়ু প্রভাব মূল্যায়ন করা সবসময় প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে।

অবকাঠামো পরিকল্পনা পর্যায়ে জলবায়ু, জলবায়ু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির সমন্বয়

অবকাঠামো পরিকল্পনা যেন শক্তিশালী কারিগরি নকশা এবং বাস্তব সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সে জন্য পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু দৃষ্টিভঙ্গিকে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে অবকাঠামোসমূহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করতে পারবে। অবকাঠামো পরিকল্পনাকে কেবল এর উৎপাদনশীল ব্যবহারের (যেমন: বাজারে পণ্য পরিবহন) মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের প্রয়োজনীয়তা (যেমন: পানির উৎস, স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোকেও (যেমন: খরা পানির উৎসের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়, অতিরিক্ত তাপ দীর্ঘ পথ হাঁটাকে কষ্টকর করে এবং বন্যা চলাচলের পথ রুদ্ধ করে) বিবেচনায় নিতে হবে।

১ সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রস্তুতি

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত এমন একটি শাসন কাঠামো গড়ে তোলা যা নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত ক্ষমতা পৌঁছে দেবে।

একটি শক্তিশালী ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিধানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে, যার মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমটি প্রকল্পের পুরো জীবনচক্র জুড়ে স্থানীয় মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়; যা লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) এবং জলবায়ু ঝুঁকি মানচিত্রকে স্থানীয় অভিজ্ঞতার আলোকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত শাসন কাঠামো গড়ে তোলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিটি প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সংগঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত স্থানীয় ব্যবস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে:

- চাহিদা নির্ধারণ পর্যায়ের সময় যেসব স্থানীয় মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে আগে থেকেই গঠিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী দল বা কমিটিসমূহ।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তৈরি করা কার্যকর যোগাযোগ এবং প্রচারণামূলক পদক্ষেপসমূহ।

জনসম্পৃক্ততার ভিত্তি হিসেবে স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন শাসন কাঠামোর সাফল্যের মূল উপাদানসমূহ:

- কেবল মতবিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করা।
- সামাজিকভাবে বঞ্চিত এবং জলবায়ু বিপদাপন্ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কোটা বা ন্যূনতম অংশগ্রহণের দাবী নির্ধারণ করা।
- আনুষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলোর সাথে বিস্তারিত ও কার্যকর পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।
- সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরা যাতে কার্যকরভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সহায়তা বরাদ্দ করা।

জনগোষ্ঠী ও প্রকল্প দলের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি, বঞ্চনা নিরসন ও স্থানীয় চাহিদার প্রতিফলন নিশ্চিতকরণে স্থানীয় শাসন কাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের যা করা প্রয়োজন। তাদের উচিত:

- পুনর্বাসন এড়ানো সম্ভব না হলে, নতুন আবাসনস্থলগুলো যেন জলবায়ু ঝুঁকি-মুক্ত হয় এবং নারীরা যেন সমানভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সম্পত্তির অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- কমিউনিটির ভেতরে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো যাতে প্রকল্প-সম্পর্কিত সম্পদ একচেটিয়াভাবে দখল করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) এবং জলবায়ু সূচকসমূহ সংগ্রহে সহায়তা করতে হবে, যাতে এর মাধ্যমে কমিউনিটির ভেতরে সমতা ও জলবায়ু সহনশীলতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে স্থানীয় নারীদের ক্ষমতায়ন

স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের(যেমন: নারী ওয়ার্ড কমিশনার) দক্ষতা বৃদ্ধি করা হলে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ এবং জলবায়ু সহনশীলতা- উভয় ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ তৈরি করে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারীদের, বিশেষ করে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা নারীদের, জলবায়ু ঝুঁকি ও এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা হলে সহনশীলতা গড়ে তোলার উদ্যোগে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত হয়। যেহেতু নারীরা সাধারণত শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের প্রধান সেবাদানকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন, তাই তাঁদের চিন্তাধারায় এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। অতএব, স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় —যেমন অবকাঠামো পরিকল্পনা কিংবা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা কমিটির মতো স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা হলে তারা যেসব ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

২ প্রমাণভিত্তিক জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা, যেখানে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক চুক্তিনামা এবং স্মার্ট (SMART) সূচকসমূহের প্রতিফলন থাকবে।

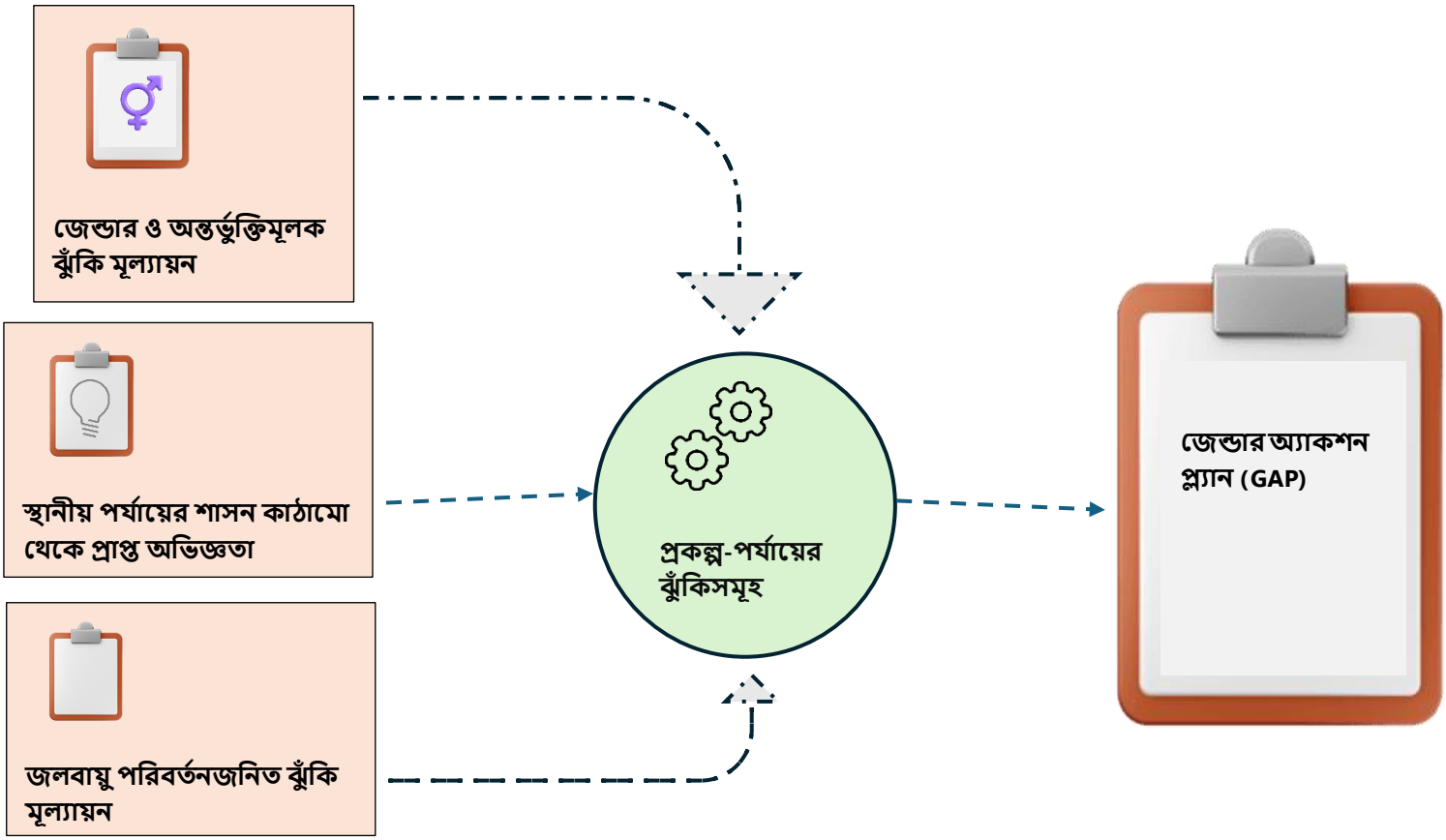

চিত্র ৬: একটি পূর্ণাঙ্গ এবং জলবায়ু-সচেতন জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার মূল উপাদানসমূহ

জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) অবশ্যই তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক হতে হবে, যা পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে (চিত্র X দেখুন) চিহ্নিত জলবায়ু-সংবেদনশীল জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক চাহিদাগুলোকে ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে এবং সেগুলোকে প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, লক্ষ্য এবং সূচকে রূপান্তর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে GAP-এর উচিত—

- মৌলিক জনসংখ্যাগত তথ্যের বাইরে গিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমের বণ্টন এবং সম্পদের উপর কার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা মূল্যায়ন করা।
- সুনির্দিষ্ট জলবায়ু দুর্যোগ (যেমন- অতিরিক্ত তাপ, বন্যা) কীভাবে নারীদের ওপর অসমভাবে প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ন করবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে অবকাঠামোসমূহ তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং দুর্যোগের সময়ও ব্যবহারযোগ্য থাকে।
- কেবল উপকারভোগীর সংখ্যা গণনার পরিবর্তে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পৃথক চাহিদা কতটা পূরণ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) ব্যবহার করা।

নির্মাণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)-এ জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিতঃ

- **নির্মাণ কাজের সময় জেন্ডার-ভিত্তিক ঝুঁকিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা:** নারী নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সচরাচর যেসব ঝুঁকি দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে
    - জেন্ডার- নিরপেক্ষ নিয়োগ ও ক্রয় প্রক্রিয়া
    - নির্মাণস্থলে পৃথক শৌচাগার বা অন্যান্য সুবিধার অভাব
    - শ্রমিকের আগমন বৃদ্ধির কারণে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) বা শোষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি
    - নারী সম্প্রদায় জোট কর্মী বা প্রকৌশলীর স্বল্পতা, যার ফলে জেন্ডারভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে
    - সীমিত মহিলা সম্প্রদায় জোট কর্মী বা প্রকৌশলী, যার ফলে জেন্ডার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষমতার অভাব দেখা দেয়। ঐক্য, মিলন, একতা, একাত্মতা, সংঘবদ্ধতা, সংঘ, সমষ্টি, জোট, সুদৃঢ় মিলন, ঐক্যমত, সম্প্রীতি, এবং একীভাব
- **অবকাঠামো নির্মাণে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য:**
    - বাস্তবসম্মত ও পরিমাপযোগ্য কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা
    - সময়স্বল্পতা এবং অবৈতনিক সেবামূলক কাজের চাপ বিবেচনায় নেওয়া ও সমাধান করা, যেমন নির্মাণস্থলে শিশু যত্ন কেন্দ্র বাধ্যতামূলক করা।
    - জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ভৌত নকশা নিশ্চিত করা; যেমন—পৃথক শৌচাগার, দুগ্ধদান কক্ষ, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত অপেক্ষাগার এবং নারী বিক্রেতাদের জন্য সংরক্ষিত বাণিজ্যিক স্থান।

জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এটিকে আর্থিক ও আইনি ভিত্তি এবং এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি তদারকি ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে GAP-এর উচিত—

- **আর্থিক ও আইনিভাবে সুরক্ষিত হওয়া:**
    - জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় করা।
    - বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নির্বাহী সংস্থার মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের 'জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।
    - GAP-এ নির্ধারিত শর্তাবলিকে চুক্তি ও টেন্ডার নথিতে আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) সংক্রান্ত আচরণবিধি আইনিভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়।
    - পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)- কে অবশ্যই নারীদের সম্পদ রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সেগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
- **জেন্ডার সূচকগুলোকে সরাসরি প্রকল্পের নকশা এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামোতে (DMF) অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে সেগুলো অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে জেন্ডার সূচকগুলো:**
    - স্মার্ট (SMART-Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) - সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং মেয়াদভিত্তিক) হতে হবে।
    - শুধুমাত্র অংশগ্রহণের পরিবর্তে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য প্রাপ্ত সুবিধার গুণমান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরিমাপ করবে।
    - নির্মাণ পর্যায়ে চুক্তি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা এই সূচকগুলো যাচাই করা উচিত (যেমন: আলাদা শৌচাগার সচল আছে কিনা তা নিশ্চিত করা) এবং প্রকল্প পরিচালনা পর্যায়েও তা পরীক্ষা করা উচিত (যেমন: নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাজ করছে কিনা তা যাচাই করা)।
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) সম্বলিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা:** নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তৃতীয় পক্ষ বা বহিঃস্থ কোনো সংস্থাকে নিয়োগ করা যেতে পারে, যারা নারী শ্রমিকদের কাছ থেকে সঠিক মতামত সংগ্রহ করবে; বিশেষত যৌন হয়রানির মতো সংবেদনশীল বিষয় রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিশোধের আশঙ্কা থাকতে পারে।

৩ তহবিল ও অর্থায়ন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা এবং জলবায়ু সহনশীলতাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে, বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং ডিপিপি-তে (DPP) নির্দিষ্ট তহবিল সংরক্ষণ (Ring-fencing) নিশ্চিত করা।

পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হলে জেন্ডার সমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে সম্পদ সীমিত থাকলেও এসব খাতে বরাদ্দ কমে না যায়। আর্থিক পরিকল্পনায় জেন্ডার এবং জলবায়ু বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য; এটি একদিকে যেমন মূলধারায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা ও বিপদাপন্নতাকে তুলে ধরে, অন্যদিকে এর দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুফলগুলোকেও সামনে নিয়ে আসে। এর জন্য ডিপিপি-তে (DPP) জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ক মূল্যায়নগুলো আরও কৌশলগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক মূল্যায়নে এর দীর্ঘমেয়াদী সুফলগুলো (আর্থিক সুফলসহ) স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত ও বিবেচিত হয়।

আন্তর্জাতিক দাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে জেন্ডার এবং জলবায়ু সহনশীলতার শর্তাবলি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে জেন্ডার এবং জলবায়ু সহনশীলতার বিষয়গুলোকে সমানভাবে অগ্রাধিকার দিতে হলে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে কেবল প্রকল্প-ভিত্তিক অর্থায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও পদ্ধতিগত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো হলো—

- গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোকে (যেমন—কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) তাদের আর্থিক নীতিমালায় জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; যাতে আর্থিক সংকটের সময়ও জেন্ডার সমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা সম্পর্কিত ব্যয় সুরক্ষিত থাকে।
- আর্থিক শৃঙ্খলা অবশ্যই স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে; পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের বাজেটগুলোকেও জাতীয় বাজেটের মতো একইভাবে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করা উচিত।
- জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ— জেন্ডার-সম্পর্কিত কর্মসূচির জন্য মোট বাজেটের একটি ন্যূনতম শতাংশ (যেমন—৫%) বরাদ্দ বাধ্যতামূলক করা।
- প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন নির্ধারণের সময় আর্থিক মডেলগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য কমানোর অর্থনৈতিক সুফল—যেমন নারীদের সময় সাশ্রয়, নিরাপত্তা বৃদ্ধি—এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোতে বিনিয়োগের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর আর্থিক লাভ—এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং সরকারি ব্যয়ের তদারকি করতে জলবায়ু বাজেটের মতোই জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেটগুলোকেও ট্যাগ (Tagging) করা উচিত।

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিলের তদারকি

বাংলাদেশ একটি জলবায়ু অর্থায়ন তদারকি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' (BCCSAP)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ব্যবস্থাটি ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড বাজেট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম' (iBAS++) এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'জলবায়ু সরকারি অর্থায়ন তদারকি পদ্ধতি' অনুসরণ করে এটি ২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং প্রতিটি বাজেট লাইনকে ধাপে ধাপে BCCSAP-এর মূল্ভাব ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি বাজেট আইটেমকে তার জলবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হয়। জটিল প্রকল্প বা কর্মসূচির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটি জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড বিবেচনা করা যেতে পারে, যেগুলো নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব পায়। যদিও BCCSAP জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট অনেক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবুও জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সহনশীল অবকাঠামোর বিষয়টি এর বিভিন্ন পরিমন্ডল ও কর্মসূচিতে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ুগত ঝুঁকির বিষয়গুলো যেন সর্বশেষ গবেষণা ও তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে এই জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডগুলো পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা উচিত। জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডের সর্বশেষ তালিকায় (২০১৮ সাল থেকে) জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতার বিষয়গুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

- **কার্যক্রম ০১১০: নারীসহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর জীবিকা সুরক্ষা।**
- **থিম ০২: সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** (যদিও এখানে সহনশীল অবকাঠামোর তুলনায় আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)
- **থিম ০৩: অবকাঠামো** (যদিও এখানে সব ধরনের অবকাঠামোতে সহনশীলতা যুক্ত করার চেয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)।
- **থিম ০৬: সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ**

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের সমন্বয় এবং তদারকির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, এটি যেন একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে না থেকে বরং একটি কৌশলগত আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, তা নিশ্চিত করতে অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে এটিকে আরও নিবিড়ভাবে সমন্বিত করা উচিত।

উৎস: Finance Division, Ministry of Finance. Climate Financing for Sustainable Development, Budget Report 2025-26. 2025; BCCSAP- 2009 and Climate Public Finance Tracking in Bangladesh, 2018 (Approach and Methodology).

জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হলেও, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে সেই বাজেট কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। জাতীয় পর্যায়ে এই বাজেটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন—

- **মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) ব্যবহার করা,** যার মাধ্যমে বর্তমান অর্থবছর এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরের জন্য বাজেট পরিকল্পনা করা সম্ভব। প্রকল্পের প্রাথমিক নকশা পর্যায়েই জলবায়ু বা নারীবান্ধব সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট তহবিল সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী বছরগুলোতে অর্থায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।
- **অর্থ মন্ত্রণালয়ের (MoF) রাজস্ব, মূলধন, জেন্ডার এবং দারিদ্র্য' (RCGP) মডেল ব্যবহার করে জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বাজেটের তদারকি করা**, এই পদ্ধতিতে বাজেটের বিভিন্ন খাতে জেন্ডার প্রভাবভিত্তিক শতাংশ প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা হয় মোট ব্যয়ের কত অংশ নারীদের উপকারে আসে।
- **জেন্ডার-সংক্রান্ত অগ্রাধিকারমূলক ব্যয়ের প্রবাহ তদারকি করতে 'জেন্ডার বাজেট ট্যাগিং সিস্টেম' বাস্তবায়ন করা,** যা স্বচ্ছতা আরও বৃদ্ধি করবে। এই কাঠামোর সাথে 'জলবায়ু বাজেট মার্কার'- এর সমন্বয় করা হলে, সরকারি ব্যয় কীভাবে জেন্ডার-ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অবদান রাখছে তা বিশ্লেষণ করা আরও সহজ হবে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার দুটি প্রধান পদক্ষেপ হলো:

- অবকাঠামো সংস্থাগুলোর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী এবং কমিউনিটি কর্মী নিয়োগ করা।
- অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলোতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

বক্স X. ফিলিপাইনের জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) বাজেট: জেন্ডার- সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির জন্য ন্যূনতম বাজেট বাধ্যতামূলক করার একটি উদাহরণ

(প্রয়োজন অনুযায়ী পরে নির্ধারণ করা হবে; চাইলে এখানে সামান্য জলবায়ু বিষয়ও যুক্ত করা যেতে

প্রকল্প বাজেটে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ুর সমন্বয়

প্রকল্প পর্যায়ে, ডিপিপি (DPP) একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক দলিল হিসেবে কাজ করে।

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত DPP-এর নির্ধারিত কাঠামো ব্যবহার করে অর্থায়নের পদ্ধতিকে জেন্ডারভিত্তিক লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করা, যা সমন্বিত জেন্ডার ও জলবায়ু মূল্যায়ন থেকে নির্ধারিত হয়।
- জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)-এর জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে এবং তা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্যে আর্থিকভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে বাস্তবায়নের সময় এটি বাদ না পড়ে।
- জেন্ডার ও জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণ, জেন্ডার-সংবেদনশীল অংশীজন পরামর্শ এবং জেন্ডার ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।
- অবকাঠামো বাজেটের নির্দিষ্ট খাতগুলোতে ব্যক্তিগত এবং জলবায়ুজনিত নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো মোকাবিলায় ব্যবস্থা থাকতে হবে; যেমন—পর্যাপ্ত আলো, ছায়া, পুলিশ টহল, নিরাপদ শৌচাগার, খাবার পানির প্রাপ্যতা এবং আরামদায়ক পরিবেশসহ অপেক্ষাগার।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল নিশ্চিত করা

অবকাঠামোর অবক্ষয় রোধ করতে পরিকল্পনা পর্যায় থেকেই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী তহবিলের উৎস (যেমন—ব্যবহারকারী ফি, কেন্দ্রীয় অনুদান বা বিজ্ঞাপনের আয়) চিহ্নিত করতে হবে। অবকাঠামো খাতের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অর্থায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে নারী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবাটি সাশ্রয়ী হওয়া জরুরি। একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো—জেন্ডার-ভিত্তিক ব্যয় করার সক্ষমতা, যাচাইয়ের মাধ্যমে ট্যারিফ ও ভর্তুকি নির্ধারণ করা; যেখানে নারী-প্রধান পরিবারগুলোর জন্য প্রাথমিক সংযোগ ফি আংশিকভাবে ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

কিছু নির্দিষ্ট ধরণের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে, সহনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানো থেকে যে আর্থিক সুবিধা তৈরি হয়, তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন- বীমা প্রিমিয়াম কমানোর বিষয়ে আলোচনা করা অথবা দুর্যোগ-সংক্রান্ত কিছু তহবিলকে সহনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সহনশীল অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ নিশ্চিত করতে কিছু ঝুঁকি-হ্রাসজনিত অর্জিত মূল্য (রেজিলিয়েন্স ভ্যালু ক্যাপচার্ড -Resilience value captured) মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বন্যা-নিরাপত্তা অবকাঠামোর সুরক্ষায় থাকা এলাকায় একটি সামান্য কর বৃদ্ধি করা হলে সেই রাজস্ব দিয়ে অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করা যেতে পারে, যার ফলে উপকারভোগীদের জন্য সামগ্রিক ব্যয় কমে আসতে পারে।

পরিশেষে, জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ যেন কেবল প্রশাসনিক খরচ হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রকৃত ফলাফল নিশ্চিত করে, তা নিশ্চিত করতে সরকার DPP-এর বাধ্যতামূলক গুণগত মান নিশ্চয়তা সংযোজনী হিসেবে একটি 'জেন্ডার-ক্লাইমেট ডিজাইন নোট' প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু করতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত সংযোজনীর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনকে প্রকল্প অনুমোদনের আগেই যাচাই করার সুযোগ দেবে যে—জেন্ডার প্রতিশ্রুতিগুলো কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং প্রকল্পের নকশা ও বাজেটে বাস্তবভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং এর জন্য নির্দিষ্ট বাজেট সংরক্ষিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত দলিলটি নিচের বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি কমপ্লায়েন্স ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে:

১. চিহ্নিত প্রধান জেন্ডার-জলবায়ু ঝুঁকিসমূহ

২. এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত সুনির্দিষ্ট নকশাগত পরিবর্তন

৩. সংশ্লিষ্ট প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বা নকশাগত পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত বাজেট খাতসমূহ

৪. অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত সূচক

৫. প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সুরক্ষা প্রতিশ্রুতিসমূহ।

২.৩ অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়ন

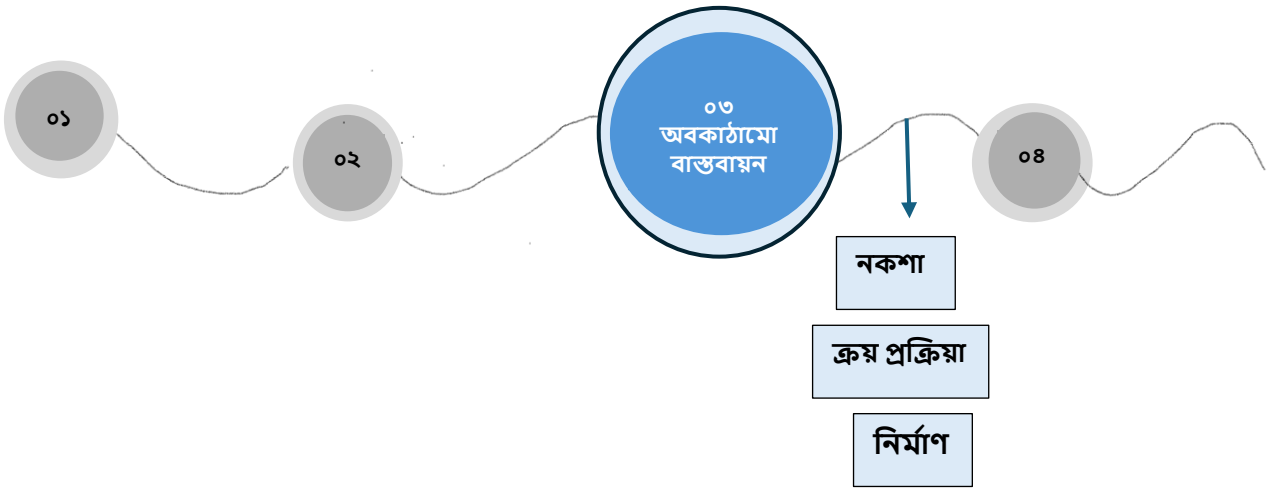

কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ

নকশা

- বিচ্ছিন্ন তথ্য এবং লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ, সহজপ্রবেশযোগ্য এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নকশা করা।

ক্রয় প্রক্রিয়া

- বিচ্ছিন্ন তথ্য এবং লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ, সহজপ্রবেশযোগ্য এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নকশা করা।

নির্মাণ

- নির্মাণ পর্যায়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি প্রয়োগ করা এবং জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা।

অবকাঠামো বাস্তবায়ন পর্যায়ে নকশা ক্রয় প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ এই তিনটি ধাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেখানে অবকাঠামো পরিকল্পনা পর্যায়ে গৃহীত অঙ্গীকারগুলোকে বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও সুনির্দিষ্ট কারিগরি বৈশিষ্ট্যে এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া হয়।

প্রকল্প অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা—(লাইন মন্ত্রণালয় বা এলজিইডি LGED)— ডিপিপি (DPP) -তে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিবরণের ভিত্তিতে এবং সরকারি ক্রয় আইন (PPA) ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা (PPR)-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়গুলো তখনই কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়, যখন পূর্ববর্তী মূল্যায়ন ও নীতিগত লক্ষ্যগুলোকে চুক্তিগত বাধ্যবাধকতায় রূপান্তর করা হয় এবং বাস্তবায়নের সময় তা নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা হয়।

যেহেতু জেন্ডার ও জলবায়ু সংক্রান্ত সুরক্ষার জন্য এখনও কোনো প্রমিত বা নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেই, তাই বাস্তবায়নকারী সংস্থার উচিত দরপত্র দলিলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা; যাতে ডিপিপি-তে চিহ্নিত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো চুক্তির অলঙ্ঘনীয় শর্ত হিসেবে গণ্য হয়। যদিও এলজিইডি (LGED) ইতিমধ্যে জেন্ডার-সংবেদনশীল বিবেচনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কিছু প্রক্রিয়া চালু করেছে, তবে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলো এখনও এই ধরণের পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রধান অংশীজন (Key Stakeholders)

এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেঃ

- **বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED):**
  প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে অনেক ক্ষেত্রে জেন্ডার ও জলবায়ু বিষয়ক গুণগত ফলাফল পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা সীমিত থাকে এবং তা প্রায়শই কেবল আর্থিক ব্যয় পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

- **অর্থ মন্ত্রণালয় (MoF):** প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করে, যার মধ্যে জলবায়ু বাজেট ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত।

- **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ (অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান):**
  এসব সংস্থার কারিগরি বিভাগগুলো অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং নির্মাণ কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্ব পালন করে।

- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ক্ষুদ্র আকারের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তদারকি করে এবং স্থানীয় স্থানীয় জনগণের মতামতের প্রতিফলন বা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হয়।
- **বেসরকারি খাতের পরামর্শক, নির্মাণকারী ও সরবরাহকারীঃ** কারিগরি দক্ষতা প্রদান করে এবং অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা, ক্রয় এবং নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

- **স্থানীয় জনগোষ্ঠীঃ** বিশেষ করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দলগুলো অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মতামত প্রদান করতে পারে, স্থানীয় অবকাঠামো বাস্তবায়ন তদারকি করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ কার্যক্রমে সরাসরি যুক্তও হতে পারে।

অবকাঠামো বাস্তবায়ন পর্যায়ে জলবায়ু, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির সমন্বয়

অবকাঠামো বাস্তবায়ন পর্যায়ে সাধারণত একটি দ্বিমুখী প্রবনতা দেখা যায়: একদিকে নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, অন্যদিকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV)-এর ঝুঁকি বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগগুলো এই চ্যালেঞ্জ এর সাথে আরও নতুন মাত্রা যোগ করেছে, বিশেষ করে অবকাঠামোর নকশা এবং নির্মাণ প্রক্রিয়ার সময়। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি, যা পুরুষদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একই সঙ্গে অনেক অবকাঠামো প্রকল্পে সর্বজনীন নকশার অভাব থাকে, যার ফলে অবকাঠামো হস্তান্তরের মুহূর্ত থেকেই সময় থেকেই স্থাপনাগুলো শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwD) এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যাক্তিদের জন্য শারীরিকভাবে অপ্রবেশযোগ্য হয়ে পড়ে।

এই পর্যায়ে জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়টি শারীরিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বড় আকারের জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের জন্য গ্রামীণ এলাকায় পুরুষ শ্রমিকদের আগমনের ফলে যদি যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকে, তবে স্থানীয় নারী ও মেয়েদের ওপর যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি (SEAH) বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া, অবকাঠামোর নকশাগত দিক থেকেও আকস্মিক দুর্যোগগুলো নকশার মারাত্মক ত্রুটিগুলোকে উন্মোচিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা স্থান, ব্যক্তিগত স্যানিটেশন সুবিধা বা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেগুলো নারীদের ও কিশোরীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের পরিবর্তে বিপজ্জনক স্থান হয়ে উঠতে পারে। একটি স্থাপনা যদি জরুরি অবস্থার সময় নারীদের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে, তবে সেটির কাঠামো যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে সহনশীল অবকাঠামো বলা যায় না। পরিশেষে, তীব্র তাপপ্রবাহ বা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের মতো চরম জলবায়ু পরিস্থিতি যাতায়াত এবং বাইরের কাজের সময় মানসিক ও শারীরিক চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা প্রান্তিক নির্মাণ শ্রমিক এবং ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

নকশা

১

বিচ্ছিন্ন তথ্য ব্যবহার এবং লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ, সহজপ্রবেশযোগ্য এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নকশা করা।

অবকাঠামো বিনিয়োগ থেকে পরিবর্তনমূলক ফলাফল নিশ্চিত করতে, এর নকশা অবশ্যই পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে।

- প্রকৌশলীদের উচিত 'চাহিদা নির্ধারণ (Needs Identification) পর্যায়ে সংগৃহীত এসএডিডিডি (SADDD) তথ্য ব্যবহার করে প্রকল্পের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করা; এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ কমিউনিটি মডেলের ওপর নির্ভর করতে না হয়।
- ডিপিপি (DPP) প্রণয়নের সময় চিহ্নিত নারী, শিশু এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সুনির্দিষ্ট জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করা।

- নকশা এবং প্রস্তুতি পর্যায়ে, চিহ্নিত চাহিদাগুলো পূরণ হয়েছে কিনা তা জেন্ডার মার্কার টুলকিট এর মতো স্ব-মূল্যায়ন ও কমিউনিটি-ভিত্তিক সরঞ্জাম, জিএপি (GAP) থেকে প্রাপ্ত জেন্ডার সূচক এবং অংশগ্রহণমূলক নকশা পর্যালোচনা পদ্ধতি (walking audits), প্রবেশযোগ্যতা যাচাই তালিকা বা সামাজিক নিরীক্ষার মতো উপযুক্ত পর্যালোচনা মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

প্রতিটি অবকাঠামো খাতের জন্য বিস্তারিত জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো Annex B, C, ও D তে পাওয়া যাবে। তবে, শাসন কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে সকল অবকাঠামো খাতে যে কয়েকটি মূল আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যাতে অবকাঠামোঃ

১. সবার জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়

২. সব সময় প্রবেশযোগ্য থাকে, বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে যাদের চলাফেরার সক্ষমতা সীমিত তাদের জন্য

৩. নারী ও শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত হয়

সবার জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবকাঠামো

অবকাঠামো নিরাপদ ও সুরক্ষিত হওয়া উচিত, তবে এর অর্থ কী?

- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে
- সুরক্ষা ব্যবস্থা যা ইচ্ছাকৃত হুমকি বা ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে

একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোকে অবশ্যই:

- ইচ্ছাকৃত সামাজিক ঝুঁকি (যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি/ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা - SEAH/GBV), চুরি থেকে সুরক্ষিত হতে হবে
- জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিবেচনা না করে করা নকশার ফলে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকা (যেমন দুর্বল প্রবেশযোগ্যতার কারণে দুর্ঘটনা, যাতায়াত বিলম্ব বা দুর্যোগকালীন সরিয়ে নেওয়ার সময় নিরাপদ অপেক্ষা স্থানের অভাব)
- জলবায়ুজনিত ঝুঁকি (যেমন বন্যা বা তাপপ্রবাহ) থেকে নিরাপদ থাকা।

নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবকাঠামো নকশা করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকির জেন্ডার-ভিত্তিক প্রভাবগুলো বিবেচনা করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে:

সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলা:	• **যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি/ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (SEAH/GBV) :** নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তাগুলোকে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করে অবকাঠামোর নকশা করা; যেমন—নকশায় SEAH/GBV প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা (পর্যাপ্ত আলো, পৃথক ও সহজপ্রবেশযোগ্য স্যানিটেশন সুবিধা, স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান দৃষ্টিসীমা, নিরাপদ প্রবেশপথ)। • **প্রযুক্তিগত নজরদারি:** সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা এবং জরুরি সতর্কতা বোতাম (panic button) এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার সহিংসতা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে এবং হয়রানি ঘটনা রিপোর্ট করার জন্য একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। • **নিরাপদ প্রবেশাধিকার:** অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের নিরাপদ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ—র‍্যাম্প, উঁচু সংযোগস্থল এবং ধীর গতিসীমা (বিশেষ করে বিশৃঙ্খল যানজটপ্রবণ এলাকায়)—শিশু এবং বয়স্কদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমায়।
জলবায়ুজনিত ঝুঁকির জেন্ডার-ভিত্তিক প্রভাব মোকাবিলা:	• **লবণাক্ততা ও পানির সংকট:** অবকাঠামো নকশায় বাড়ির কাছাকাছি সহজপ্রবেশযোগ্য ও লবণমুক্ত পানির উৎস নিশ্চিত করতে হবে। যেমন - বৃষ্টির পানি বা ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তর পুনর্ভরণ এর মতো সহজলভ্য ও লবণমুক্ত পানির উৎসগুলোকে নকশায় অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে নারীদের সময় স্বল্পতার সমস্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পায়। • **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সহনশীলতা:** সরকারি ভবন এবং বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অবশ্যই বন্যার পানির উচ্চতার ওপরে নির্মিত জেন্ডার-ভিত্তিক পৃথক শৌচাগার এবং নারীদের জন্য আলাদা ব্যক্তিগত কক্ষ থাকতে হবে। এছাড়া, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে গবাদি পশুর জন্য নিরাপদ স্থান বরাদ্দ রাখতে হবে; কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা সম্পদগুলো রক্ষা করতে না পারলে নারীরা প্রায়শই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে অনিচ্ছুক হন। • **ভাঙনপ্রবণ এলাকা:** নদীভাঙনপ্রবণ এলাকায় আবাসন নির্মাণে সহনশীল নির্মাণ উপকরণ (যেমন—ফেরো-সিমেন্ট) এবং সম্ভব হলে বহনযোগ্য নকশা ব্যবহার করা উচিত, যাতে নদী ভাঙনের সময় সম্পদগুলো রক্ষা করা যায়। • **আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল:** এসব এলাকায় সড়কের নকশায় কংক্রিট ব্লক এবং প্রশস্ত সোল্ডার (shoulders) ব্যবহার করা উচিত, যাতে পানির নিচে ডুবে গেলেও সড়ক টিকে থাকে এবং রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়। • **দুর্যোগকালীন স্থানান্তর:** দুর্যোগকালীন স্থানান্তরের পথগুলো এমনভাবে নকশা করতে হবে যা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাগুলোকে (যেমন—সাঁতার না জানা, বা প্রচলিত পোশাক) বিবেচনায় নেয়।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

প্রকৃতি-ভিত্তিক এবং নীল-সবুজ সমাধান—যেমন সবুজায়নযুক্ত বা বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে নির্মিত ঢাল, নিষ্কাশন এবং শীতলকরণের জন্য পুনরুদ্ধার করা নগর জলপথ ও জলাভূমি, এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত সবুজ করিডোর —এসব উদ্যোগকে ধূসর অবকাঠামোর সাথে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপগুলো ঢালের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে এবং তাপজনিত চাপ কমায়—যা সাধারণত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের ওপর অসমভাবে প্রভাব ফেলে।

সব সময় প্রবেশযোগ্য অবকাঠামো, বিশেষ করে সীমিত চলাচলক্ষম ব্যক্তিদের জন্য

অবকাঠামো যেন সমাজের সকল মানুষ ব্যবহার করতে পারে, সে জন্য এটিকে সবার জন্য সহজপ্রবেশযোগ্য করা জরুরি। এটি অর্জনে যা প্রয়োজন:

প্রবেশযোগ্যতার সাধারণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- অবকাঠামোর অভ্যন্তরে এবং সেখানে পৌছানোর জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার অবশ্যই সর্বজনীন প্রবেশযোগ্যতা থাকতে হবে।
- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াত সহজ করতে দৃষ্টিনির্ভর সংকেতের পাশাপাশি স্পর্শনির্ভর নির্দেশিকা ও শ্রবণযোগ্য সংকেতের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য সুরক্ষিত লেন (যেমনঃ প্রধান সড়কে সংরক্ষিত লেন, ছোট সড়কে ধীরগতি সীমা, নিরাপদ ক্রসিং ডিজাইন ইত্যাদি)।
- বয়োজ্যেষ্ঠ, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং শিশুদের সাথে ভ্রমণকারী বা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের যাতায়াত সহজ করতে ভৌত বাধা অপসারণ করতে হবে (যেমন: নিচু তলার বাস, নিরবচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত ফুটপাথ যেখানে ঢাল খুব বেশি নয় ইত্যাদি)।

জলবায়ু-নির্ভর প্রবেশগম্যতা বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- অতিরিক্ত তাপ বা বৃষ্টিপাতের কথা মাথায় রেখে নিরাপদ যাত্রী ছাউনি বা অপেক্ষমাণ স্থান তৈরি করতে হবে, যাতে যাতায়াত ব্যাহত হলে বা জরুরি মুহূর্তে নারী ও শিশুরা নিরাপদ আশ্রয় পায়।
- প্রতিকূল জলবায়ু পরিস্থিতিতেও রাস্তাগুলো যাতায়াতের উপযোগী থাকতে হবে, বিশেষ করে যেসব সড়ক জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা মোকাবিলায় রাস্তার স্থায়িত্ব এবং সঠিক উচ্চতা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

নকশা প্রণয়ন পর্যায়ে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা ও চলাচল মানদণ্ড অনুসরণ করা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ১ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যেই বাস্তবায়নযোগ্য, তবে পুরোনো ভবনগুলোকে পরবর্তীতে সংস্কার করে সর্বজনীনভাবে প্রবেশগম্য করে তোলা অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি সীমাবদ্ধতা, ঐতিহ্য সংরক্ষণজনিত বাধা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে।

সূত্রঃ World Health Organisation (WHO) & World Bank (WB). (2011) World Disability Report. Malta. Available at [Link]

নারীদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো

জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে অবকাঠামো পরিকল্পনা ও নকশায় নারীদের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। অবকাঠামো যেন নারীদের জন্য উপযোগী ও কার্যকর হয়, সে জন্য কিছু সাধারণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন (বিস্তারিত নকশাগত পদক্ষেপের জন্য Annex B, C, ও D দেখুন):

- নারীদের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা (নারীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় পৃথক কক্ষ, বিভাজন এবং স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা)।
- সামাজিক বাধা কাটিয়ে বাজারে প্রবেশাধিকার ও আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা (নারীদের জন্য নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ও বাজার এলাকা সংরক্ষণ করা; নারী ব্যবসায়ীদের জন্য মানানসই পরিবেশ তৈরিতে পৃথক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা)।
- নারীদের দায়িত্ব ও ভূমিকা বিবেচনা করা (অবকাঠামো ব্যবহারের সময় নারীরা শিশু বা বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনা করতে পারেন—এটি মাথায় রেখে উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা)।
- নারীবান্ধব সুবিধা নিশ্চিত করা (জেন্ডার-সংবেদনশীল - পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা, যেখানে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা -এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার-ভিত্তিক ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করা (জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সত্ত্বেও অবকাঠামো যেন নারীদের চাহিদা পূরণে সক্ষম থাকে তা নিশ্চিত করা)।
- দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিবন্ধকতা দূর করা (জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নারীদের জন্য নিরাপদ ও প্রবেযোগ্য করা, যেখানে শিশুদের যত্ন নেওয়ার

ব্যবস্থা এবং গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র- যা নারীদের প্রধান সম্পদ হতে পারে সেসব নিরাপদে রাখার জন্য আলাদা সংরক্ষণ স্থান থাকতে হবে)

২ ক্রয় প্রক্রিয়া

জেন্ডার-সংবেদনশীল দরপত্র মানদণ্ড, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা এবং জলবায়ু সহনশীল কারিগরি শর্তাবলি সংযুক্ত করে ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যায়।

ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়, বিশেষ করে দরপত্র এবং পণ্যের বিবরণীতে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি ও সহনশীলতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

ক্রয় প্রক্রিয়া

ক্রয় প্রক্রিয়াকে জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহনশীল করতে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে—

- জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু সহনশীলতা প্রদর্শনকারী দরপত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া
    - শুধু 'সর্বনিম্ন মূল্য' নয়, বরং জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতা সম্পর্কিত উপাদানসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থের গুণগত মূল্যে' - এর ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়ন করা।
    - দুর্যোগের সময় নির্দিষ্ট জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম অবকাঠামো নির্মাণের দক্ষতার ভিত্তিতে নির্মাণকারীদের মূল্যায়ন করা (যেমন—সহজপ্রবেশযোগ্য সরিয়ে নেওয়ার পথ বা বন্যা-সহনশীল WASH সুবিধা নির্মাণের সক্ষমতা)।
    - দরপত্র দাতাদের অভ্যন্তরীণ নীতিমালায় হয়রানি প্রতিরোধ ও সমতা বিষয়ক ব্যবস্থা রয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য জেন্ডার-সম্পর্কিত যোগ্যতা মানদণ্ড ব্যবহার করা।
- পুরো ক্রয়প্রক্রিয়া জুড়ে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা
    - প্রকল্পের সব স্তরে—কারিগরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকা থেকে শুরু করে নির্মাণ শ্রমিক পর্যন্ত—নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান কোটা (যেমন ৩০%) নির্ধারণ করা।
    - দরপত্র মূল্যায়ণ আর্থিক তদারকিতে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা
    - যোগ্য নারী উদ্যোক্তা, নির্মাণকারী এবং লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটিগুলোর তথ্যসম্বলিত প্রাতিষ্ঠানিক ডাটাবেস ও নেটওয়ার্ক তৈরি এবং ব্যবহার করা যাতে তাদের দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যায়।
- প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে ক্রয়প্রক্রিয়া নকশা করা

- বড় আকারের দরপত্রকে ছোট ছোট চুক্তিতে বিভক্ত করা, যাতে নারী-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
- নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ও সেবা সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী বৈচিত্র্য মানদণ্ড প্রয়োগ করে নির্মাণকারীদের সরবরাহ শৃঙ্খলে নারী-মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (SMEs) অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য থাকে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করলে অবকাঠামো ক্রয় প্রক্রিয়ায় নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব—

- অবকাঠামো খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া ও দরকষাকষি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জলবায়ু সহনশীল নির্মাণ কৌশল ও উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন, যাতে তারা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

দরপত্র নথি

জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে দরপত্র নথি প্রস্তুত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

- প্রস্তাবনার অনুরোধ (RFP)-এ স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করে নারী-মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা, যাতে অযোগ্যতার ধারণা সম্পর্কিত বাধাগুলো দূর হয়।
- মানসম্মত দরপত্র নথি এবং নির্মাণের চুক্তির মধ্যে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন- সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরি, মৌলিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণ এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা।
- দরপত্র নথিতে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে নির্মাণকারী পক্ষ নির্মাণস্থলে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা, কর্মস্থলভিত্তিক শিশু যত্নকেন্দ্র এবং নিরাপদ অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে,—বিশেষ করে জলবায়ুজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য।
- দরপত্র প্রক্রিয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির প্রচলিত ১ বছরের সময়সীমার পরিবর্তে ৩–৫ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে অবকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আরও টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

পণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণ নির্দেশিকা থেকে উন্নীত করে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা জলবায়ু-পরিবর্তনজনিত বহুমুখী ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করে। চাহিদা নির্ধারণ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ ও অবকাঠামো উপাদানকে জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনা করে নকশা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে হালকা ওজনের দরজা এবং সহজপ্রবেশযোগ্য শৌচাগার নির্দিষ্ট করলে বন্যার সময় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আটকে পড়া বা বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

একইভাবে অবকাঠামো যেন জলবায়ুজনিত চাপের মধ্যেও ব্যবহারযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ থাকে, সে জন্য নির্দেশনা শর্তাবলী (TOR)–এ গোপনীয়তা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে জলবায়ুগত প্রতিকূলতার মধ্যেও অবকাঠামোর ব্যবহারযোগ্যতা ও মর্যাদা বজায় থাকে।

এছাড়া নিরাপত্তা ও চলাচলের জন্য স্পষ্ট কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যেমন—দরজার নিচু আংটা, চলাচলের জন্য প্রশস্ত পথ এবং গণপরিবহনে সিসিটিভি (CCTV) স্থাপন। অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী বিবেচ্য কারিগরি বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য Annex B, C, ও D দেখুন।

নির্মাণ

৩ **অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি এবং জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে নির্মাণ পর্যায়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা**

নির্মাণ চলাকালীন, জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার (চুক্তি, দরপত্র নথি, নির্দেশনা শর্তাবলী) মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বাস্তবায়ন এবং কার্যকর করতে হবে। প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

- **কর্মসংস্থান সুরক্ষা নিশ্চিত করাঃ** সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরি, মৌলিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণ এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) চুক্তিতেও এসব সুরক্ষা শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে বেসরকারি অংশীদাররা জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করে।
- **নারীদের কর্মসংস্থান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি:** উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান, লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির মাধ্যমে বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রকল্পের সকল স্তরে জেন্ডার কোটা কার্যকর করা।
- **জেন্ডার-সংবেদনশীল সুবিধা নিশ্চিত করা:**
  নারীবান্ধব পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সুবিধা—যেখানে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকবে—এবং কর্মস্থলে শিশু যত্নকেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত করা।
- **অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও নীতিমালা নিশ্চিত করা:** জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট বা কমিউনিটি সংগঠকদের মাধ্যমে নিয়মিত নির্মাণ-ভূমি পরিদর্শন এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ, বয়স ও

প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD), নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের (GAP) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

- **কমিউনিটি তদারকি কমিটি গঠন করা:** গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করালে নির্মাণের মান উন্নত হয়, দুর্নীতি কমে এবং অবকাঠামোটি সম্প্রদায়ের চাহিদা আরও ভালোভাবে পূরণ করে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্মাণ কাজ চলাকালীন জলবায়ুজনিত ঝুঁকি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
নির্মাণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর তিনটি উপাদানকে আরও বিস্তারিতভাবে ভাগ করা হয়েছেঃ

১. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
২. জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ
৩. জলবায়ুজনিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (Health and Safety)

শ্রমিকদের বিভিন্ন শারীরিক ঝুঁকি এবং জলবায়ুজনিত চরম পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, জেন্ডার বা সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এটি অর্জনের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwD) শরীরের গঠন অনুযায়ী মানানসই ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) প্রদান।
- জলবায়ুজনিত চরম পরিস্থিতি এবং পরিবেশগত ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী বাস্তবায়ন করা।
- অস্থায়ী নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও প্রবেশযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যদি নির্মাণস্থলের নিকটবর্তী বসবাসযোগ্য স্থানগুলো জলবায়ু ঝুঁকির আওতায় পড়ে।
- নির্মাণস্থলে জেন্ডার-সংবেদনশীল সুবিধা এবং শিশু যত্নকেন্দ্র স্থাপন করা।
- কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ

জলবায়ু-সংবেদনশীল অবকাঠামো প্রকল্পে **জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV)** এবং যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি (SEAH) মোকাবিলার জন্য বহুস্তরীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন।

১. চুক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থাঃ

ক. জিরো টলারেন্স নীতি: নির্মাতা ও উপ-নির্মাতাদের এমন নীতি কার্যকর করতে বাধ্য করতে হবে, যা যৌন হয়রানি, নিপীড়ন, নির্যাতন এবং সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে।

খ. আচরণবিধি ও প্রতিবেদন দাখিল: আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আচরণবিধি এবং স্পষ্ট অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকার ব্যবস্থা চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ. SEAH/GBV বিষয়ক প্রশিক্ষণ: চুক্তির একটি অংশ হিসেবে সকল কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা, যেখানে জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে।

ঘ. কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: GBV সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা বা জেন্ডারভিত্তিক কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হলে চুক্তি স্থগিত বা বাতিল করার মতো শর্ত চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. নির্মাণ পর্যায়ের সুরক্ষা ব্যবস্থা:

ক. শ্রমিক আগমন ব্যবস্থাপনা: বহিরাগত, প্রধানত পুরুষ শ্রমিকদের আগমনের ফলে যে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা মোকাবিলায় উপযুক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ে প্রভাবিত স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

খ. মানবপাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা: নির্মাণস্থল এবং শ্রমিক অস্থায়ী বাসস্থান যেন মানবপাচার বা যৌন নিপীড়নের কাজে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে যেখানে জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি মানুষের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

গ. অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance mechanisms): গোপনীয় ও সহজলভ্য অভিযোগ ব্যবস্থা (যেমন: ফোকাল পয়েন্ট, পরামর্শ বক্স) স্থাপন করা, যা প্রতিশোধের ঝুঁকি প্রতিরোধ করবে এবং নিরক্ষর কর্মীদের জন্যও ব্যবহারযোগ্য হবে; একইসাথে জলবায়ুজনিত বাধাগুলোও (যেমন: বন্যা বা ঝড়ের কারণে যাতায়াত বিচ্ছিন্নতা) বিবেচনায় রেখে অভিযোগ ব্যবস্থার প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠন কাজের সময় সমান মজুরি প্রদান এবং মৌলিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়টি পর্যবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জলবায়ুজনিত বিপর্যয় অনেক সময় কৃষি বা এ ধরনের জলবায়ু-সংবেদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তাদের আয়ের উৎস হিসেবে পুনর্গঠন কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এছাড়া, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি অনেক ক্ষেত্রে নারী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সংযোগ ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। এসব পরিস্থিতি ওই গোষ্ঠীগুলোকে শোষণের আরও বড় ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

নির্মাণ কাজ চলাকালীন জলবায়ুজনিত ঝুঁকি এবং পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা

নির্মাণ কার্যক্রম যেন জলবায়ুজনিত চাপ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিকগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে পারে, সে জন্য জলবায়ু, জেন্ডার ও নিরাপত্তা বিষয়গুলোকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- **জলবায়ুজনিত প্রতিকূলতা নারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোকে অসমভাবে প্রভাবিত করে তা আমলে নেয়া**
    - জেন্ডার-সংবেদনশীল স্যানিটেশন সুবিধা এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তাপপ্রবাহ বা জলাবদ্ধতার মতো পরিস্থিতিতেও তা কার্যকর থাকে এবং নারীদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি কমে।
    - তীব্র আবহাওয়া—যেমন অতিরিক্ত তাপমাত্রা—গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ওপর অতিরিক্ত শারীরিক চাপ সৃষ্টি করে; তাই তাদের জন্য বিশ্রাম ও শিশুদের খাওয়ানোর স্থানগুলো জলবায়ু সহনশীলভাবে নকশা করা প্রয়োজন।
- **জলবায়ু সহনশীল নির্মাণ পদ্ধতি ব্যবহার করা**
    - আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের রাস্তার জন্য আলকাতরার পরিবর্তে আরসিসি ব্লক এর মতো জলবায়ু-সহনশীল উপকরণ ব্যবহার করা, যাতে বন্যার সময়ও সড়ক ব্যবহারযোগ্য থাকে এবং নারীদের বিচ্ছিন্নতা কমে।
    - দুর্যোগের সময় অসম্পূর্ণ অবকাঠামো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য আকস্মিক বন্যা এবং বর্ষা মৌসুমের বাইরের সময়ে নির্মাণ কাজ (যেমন মাটির কাজ) পরিকল্পনা করা।
    - তাপজনিত চাপসহ অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা, যেমন—দুপুরের চরম গরম সময়ে কাজ এড়ানো এবং নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- **জলবায়ু-সংবেদনশীল জীবিকার বিকল্প হিসেবে নির্মাণ কাজ ব্যবহার করা**
    - জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিভিত্তিক আয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে, নারীদের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে যুক্ত করা (যেমন লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির মাধ্যমে -এর মাধ্যমে) বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে পারে।
    - অ-প্রচলিত নির্মাণ কাজে (যেমন কনক্রিট ব্লক তৈরি) নারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদের দক্ষতাকে বহুমুখী করে এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল পেশার বাইরে দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা তৈরি করে।

২.4 অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা

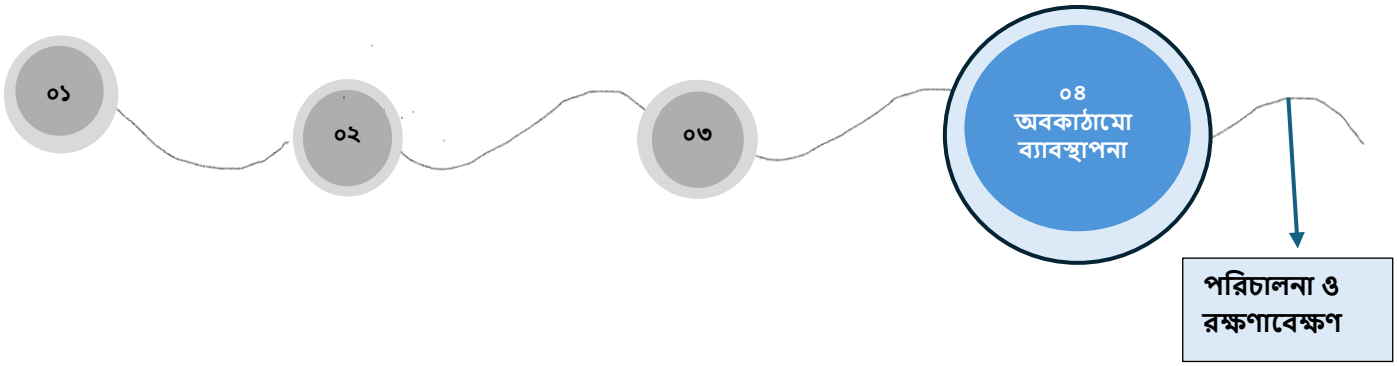

কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

- নির্দিষ্ট নিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা এবং নিরাপদ ও বৈষম্যহীন কর্মসংস্থান মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (O&M) জনবল গড়ে তোলা।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য স্থায়ী ও নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন, অগ্রাধিকারমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ঠিকাদারদের বর্ধিত দায়বদ্ধতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- জেন্ডার-ভিত্তিক হয়রানি এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি থেকে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করতে শূন্য-সহনশীলতা নীতি এবং গোপনীয় অভিযোগ ব্যবস্থা কার্যকর করা।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মক্ষমতা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ এবং গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে জেন্ডার-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং শেখা (MEL) ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।

বাংলাদেশে অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি সাধারণত কেন্দ্রীয় কারিগরি তত্ত্বাবধান এবং বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়।

অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় (DPP) একটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এবং প্রকল্প-পরবর্তী অর্থায়নের উৎস (সাধারণত রাজস্ব বাজেট বা ব্যবহারকারী ফি) উল্লেখ করা হয়। এই পরিকল্পনায় নির্ধারিত থাকে যে LGED বা লাইন মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শাখার মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো O&M-এর জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ করবে।

- অবকাঠামো পরিচালনার তদারকি সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সরকারগুলো রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট বরাদ্দসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর দায়িত্ব পালন করে।
- কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনসমূহ, যেমন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কমিটি, স্থানীয় অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় এবং স্থানীয় সরকারের সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি' (LCS) নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি চুক্তির সুযোগ করে দেয়, যেখানে বৃহত্তর নির্মাণ কাজগুলো প্রায়শই স্থানীয় ঠিকাদারদের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রধান অংশীজন:

এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত অংশীজনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেঃ

• **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED):** এটি সর্বোচ্চ তদারকি সংস্থা হিসেবে কাজ করে, যা নিশ্চিত করে যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বাস্তবিকভাবে অবকাঠামোকে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

• **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠামাতাঃ** রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, এর মধ্যে রয়েছে—রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ, লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটিগুলোর তদারকি, এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

• **স্থানীয় কর্মশক্তি (লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি ও অন্যান্য স্থানীয় ঠিকাদার):** রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত থাকে। ফলে, জেন্ডার সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীলতা বিবেচনায় প্রণীত নকশাগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• **স্থানীয় জনবল (লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি এবং অন্যান্য স্থানীয় নির্মাতাঃ** রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য তারা সরাসরি চুক্তিবদ্ধ; ফলে, জেন্ডার সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু সহনশীল নকশাগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• **কারিগরি ও তদারকি সংস্থাসমূহ:** কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মান নির্ধারণ এবং কারিগরি তদারকি প্রদান করে। এর মধ্যে, স্থানীয় অবকাঠামোর সার্বিক তদারকির ক্ষেত্রে L এলজিইডি (LGED) -এর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; তবে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কারিগরি বিভাগগুলোও যুক্ত থাকে।

• **জনগোষ্ঠী:** স্থানীয় পর্যায়ের এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোগুলো নারী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য এমন একটি প্রধান মাধ্যম, যার সাহায্যে তারা স্থানীয় সামাজিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কমিটি বিদ্যমান রয়েছে যা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

○ **অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা কমিটি:** কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ রাস্তার মতো সম্পদগুলোর দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এলজিইডি (LGED) এই কমিটিগুলোতে ৫০% নারী প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করেছে; তবে তারা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পান তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি।

○ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:** একদম প্রান্তিক পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা (EWS) পৌঁছে দেওয়া এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই কমিটিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও তারা জরুরি মেরামত কাজে অংশগ্রহণ করে এবং নিশ্চিত করে যেন রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন সময়ে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে জলবায়ু, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির সমন্বয়

অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ভূমিকায় নারীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwD) ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য উপযোগী অবকাঠামো বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি; যা পরিচালনা চলাকালীন অবকাঠামোকে জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহনশীল রাখতে সহায়তা করে। তদুপরি, অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকে জেন্ডার-সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য, যাতে নারী ও শিশুরা নিরাপদে জনসমর্থিত অবকাঠামো নিরাপদে ব্যবহার করতে পারে; একই সঙ্গে, রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য অবকাঠামোর প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।

জলবায়ুজনিত চাপের মধ্যে অবকাঠামোগত সম্পদ সুরক্ষায় কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, গ্রামীণ সড়ক সংযোগকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময়ও সচল রাখতে হবে, যাতে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রসহ হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের মতো জরুরি সেবায় পৌঁছাতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে জলবায়ুজনিত ঝুঁকির কারণে অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সেবার অবক্ষয় বৃদ্ধি পাবার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেহেতু অবকাঠামোর ওপর জলবায়ুর প্রভাব জেন্ডার-ভিত্তিক এবং এটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সুবিধা ও ব্যবহারকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, তাই রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মেরামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং অবকাঠামো যেন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর জন্য সহায়ক ও ব্যবহারযোগ্য থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

নির্দিষ্ট নিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা এবং নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের মানদণ্ডের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জনবল গড়ে তোলা।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) প্রক্রিয়ায় জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো—বৈচিত্র্যময় ও লক্ষ্যভিত্তিক জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করা। যখন স্থানীয় নারীরা অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্তগ্রহণে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন, তখন জেন্ডার ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকিগুলো অধিক গুরুত্ব পায়। এর জন্য নারী নিয়োগ এবং তাদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা—উভয় ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwD) এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিয়োগ ঝুঁকি মোকাবিলা:	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কর্মীদের মাধ্যমে জেন্ডার সচেতনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপসমূহ: • উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে স্থানীয় নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (PwD) এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রকল্প-পরবর্তী সময়েও নেতৃত্বের অবস্থানে থাকতে পারে, এ জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় প্রভাবশালী মহলের দখলদারিত্ব বা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য এড়ানো যায়। • দারিদ্র্যপীড়িত নারী ও স্থানীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসংস্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে,যেমন—লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (LCS)-এর মাধ্যমে। • প্রকল্প পর্যায়ের বাইরে, অবকাঠামো শাসন কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদে জেন্ডার ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু ঝুঁকি বিষয়ে ধারাবাহিক সচেতনতা ও সক্ষমতা বজায় থাকে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান অনুশীলন:

নারী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর জন্য নিরাপদ ও ন্যায্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পদক্ষেপসমূহ:

- রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ও নির্দেশিকায় নারীদের তদারকি ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- গ্রামভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ দলগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীভিত্তিক গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম (যেমন—নিয়মিত মাটি কাটার কাজ ও মেরামত, অথবা সক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত কাজ) সম্পন্ন করতে কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক চুক্তি ব্যবহার করা। এই ধরনের চুক্তিতে কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে পেমেন্ট দেওয়া হয় বলে এটি বেশ নমনীয়, যা নারীদের গৃহস্থালি ও খামারের কাজের পাশাপাশি এই কাজ করার সুযোগ করে দেয়।
- নিয়োগকৃত কর্মী এবং বেসরকারি অপারেটর—উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক শ্রম মানদণ্ড (যেমন: কঠোরভাবে সমান মজুরি নিশ্চিত করা, উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি) কার্যকর করা।
- নারী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী এবং পরিবহন পরিচালকদের নিয়োগ চুক্তিতে বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং বিমা সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা।
- টার্মিনাল, ডিপো, নির্মাণস্থল এবং মাঠ পর্যায়ে নারী কর্মীদের জন্য পৃথক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (O&M) নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

- **পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কমিটিসমূহ:** স্থানীয় কমিটিগুলো (যেমন: ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ইত্যাদি) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনসমষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এই কমিটিগুলোতে নারীদের শুধুমাত্র প্রতীকী সদস্য হিসেবে না রেখে, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় রাখা উচিত; যাতে রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায়।
- **রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম:** সড়ক মেরামত, মাটি কাটার কাজ বা সবুজায়ন ব্যবস্থাপনার মতো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ দেওয়া হলে তাদের জন্য বিকল্প এবং জলবায়ু-সহনশীল আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের 'অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি' (EGPP) বা 'লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি' (LCS)-এর মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।
- **উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন পরিচালনাগত ভূমিকা:** বাস চালক, স্টেশন সুপারভাইজার বা টিকিট সংগ্রাহকের মতো উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন পরিচালনাগত পদগুলোতে নারীদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলে এটি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোকে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে এবং উন্নত আয়ের পথ প্রশস্ত করে।

২ জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে নারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত দিকগুলোতে অগ্রাধিকার দিয়ে মনোনিবেশ করা। পূর্বে উল্লিখিত অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান উদ্যোগগুলো স্থানীয় নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোর O&M সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট তহবিল না থাকলে আলোর ব্যাবস্থা, এবং পৃথক শৌচাগারের মতো নিরাপত্তা সুবিধাগুলোর মান দ্রুত হ্রাস পায়, যা নারী ও মেয়েদের জন্য পরিবেশকে অনিরাপদ করে তোলে। এ পরিস্থিতি এড়াতে ব্যবহারকারী ফি, বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের মতো নির্দিষ্ট আয়ের উৎসগুলোকে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এসব তহবিলের কার্যকর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩ রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন, অগ্রাধিকারমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ঠিকাদারর বর্ধিত দায়বদ্ধতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো ঝুঁকির ক্ষেত্রে সাধারণত চরম আবহাওয়ার সময় কার্যক্রম সচল রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে জলবায়ুজনিত বিপদগুলো সরাসরি অবকাঠামোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে এই প্রভাবগুলো মোকাবিলায় রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিগুলো হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এছাড়া, জলবায়ু প্রভাব বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) নীতিমালাগুলোতে এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত যে, খরা পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) কার্যক্রমে নারীদের অসমভাবে প্রভাবিত করতে পারে, আবার অধিক বৃষ্টিপাত চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্পের ব্যবহারযোগ্যতা কমিয়ে দিতে পারে।

অবকাঠামোর দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারি সংস্থাগুলোকে জেন্ডার-সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তঃ

- জলবায়ু-সংবেদনশীল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্টভাবে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা, যা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেঃ
    - জলবায়ু- পরিবর্তনের কারণে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি, যেমন লবণাক্ততাজনিত ক্ষয় এবং ভাঙন।
    - জলবায়ু প্রভাবজনিত জেন্ডারভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনসমূহ, যেমন জলাবদ্ধ এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধার বর্ধিত রক্ষণাবেক্ষণ।
- রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালায় নারী ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (যেমন: রাস্তার আলো, তালাবদ্ধ পৃথক শৌচাগার) এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি (যেমন: বৃষ্টি, তাপ ও বন্যা থেকে সুরক্ষা)) সংক্রান্ত নিরাপত্তা সুবিধাগুলোর মেরামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- এক বছরের ত্রুটি-দায়বদ্ধতা সময়সীমা থেকে সরে এসে ৩–৫ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তিতে রূপান্তর, যাতে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয় এবং ঠিকাদারদের জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ে অধিক জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়।
- শহুরে বন্যা রোধে জৈব জলাশয় (bioswales) এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন নালার (stormwater drains) মতো জলবায়ু-অভিযোজিত অবকাঠামোর নিয়মিত পরিষ্কার নিশ্চিত করতে কঠোর সময়সূচি অনুসরণ করা
- সরকারি ভবন এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলো দুর্যোগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা; সচল ও পৃথক পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সুবিধা বজায় রাখা এবং জরুরি অবস্থায় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৪ হয়রানি ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকি থেকে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করতে জিরো টলারেন্স নীতি এবং গোপনীয় অভিযোগ ব্যবস্থা কার্যকর করা।

নারী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো ব্যবহারে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পর্যায়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা বজায় রাখা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সকল তদারককারী, অপারেটর, ঠিকাদার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য কঠোর জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করতে হবে। এ জন্য হয়রানির ঘটনাসমূহের তথ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং দোষী প্রমাণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন - ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রুট পারমিট বাতিলের মতো কঠোর শাস্তিমূলক নিশ্চিত করতে হবে।
- মানবপাচার, যৌন নিপীড়ন এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য হুমকিসমূহের ব্যাপারে সক্রিয় পর্যবেক্ষণ ব্যাবস্থা রাখা। এ ক্ষেত্রে (সিসিটিভি, জিপিএস, তাপমাত্রা/বৃষ্টি/বন্যা সেন্সরের মতো) প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থাকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া টিমের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিরাপত্তা ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ব্যবহারকারীরা যেন প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই নিরাপত্তা লঙ্ঘন বা সেবার ঘাটতি সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন, সে জন্য পরামর্শ বাক্স বা ডিজিটাল অ্যাপের মতো গোপনীয় অভিযোগ ব্যবস্থা করতে হবে।
- বেনামী জরিপ এবং অংশগ্রহণমূলক অডিটের মাধ্যমে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ও জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনা করে নিরাপত্তার বিষয়ে নারীদের ধারণার নিয়মিত মূল্যায়ন করা।
- রক্ষণাবেক্ষণের সময় অবকাঠামোতে জলবায়ুজনিত বিপদ থেকে সুরক্ষার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করা।

৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মদক্ষতার লক্ষ্য নির্ধারণ, লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ এবং এবং গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে জেন্ডার-সংবেদনশীল মনিটরিং, ইভালুয়েশন ও লার্নিং (MEL) ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।

অবকাঠামো যেন দীর্ঘস্থায়ী সুফল নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে অবশ্যই মনিটরিং, ইভালুয়েশন ও লার্নিং (MEL) ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে; যা কেবল কারিগরি স্থায়িত্ব

নয়, বরং সামাজিক কার্যকারিতাও মূল্যায়ন করবে এবং এতে গুণগত ও পরিমাণগত জেন্ডার-ভিত্তিক সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর জন্য যা প্রয়োজনঃ

জেন্ডার-সংবেদনশীল ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক MEL কাঠামোর সুশাসন:

১. **শুরু থেকেই জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতা বিষয়ক কর্মদক্ষতার লক্ষ্য নির্ধারণঃ** প্রকল্পের শুরুতেই একটি জেন্ডার-নির্দিষ্ট MEL পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ও সুবিধা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি কেবল কারিগরি দক্ষতার (যেমন: "পাম্পটি কি কাজ করছে?") মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্নগুলোও অন্তর্ভুক্ত করবে। (যেমন: "পাম্পটি কি চালু আছে?" এর পাশাপাশি "বন্যার সময় গর্ভবতী নারী কি পাম্পটি ব্যবহার করতে পারছেন?")।

২. **মূল কর্মক্ষমতা সূচক (KPI) নির্ধারণ:** জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতা সংক্রান্ত লক্ষ্যের পরিমাণ, গুণমান এবং সময়কাল মূল্যায়নের জন্য একটি যৌক্তিক রূপরেখা পদ্ধতি ব্যবহার করে স্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক তৈরি করা।

৩. **অন্তর্ভুক্তিমূলক জনবল নিশ্চিত করা:** পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কমিটিগুলোর গঠন এবং কার্যকারিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেন তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক (যেমন: ৫০% নারী সদস্য) থাকে এবং কোনো প্রভাবশালী মহলের দখলের চলে না যায়।

মনিটরিং, ইভালুয়েশন ও লার্নিং (MEL)-এ গুণগত সূচকের ভূমিকা

অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (O&M) জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে কি না, তা মূল্যায়নের জন্য পরিমাণগত সূচকের পাশাপাশি গুণগত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুণগত লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো কেবল অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহে (যেমন: র‍্যাম্প এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত বাজার এলাকা) ব্যাবহারযোগ্য আছে কি না বা জলাবদ্ধতার মতো জলবায়ু প্রভাবে সেগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে কি না—তা যাচাই করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে এটিও মূল্যায়ন করা উচিত যে, জলবায়ুজনিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি নিজে জেন্ডার-সংবেদনশীল অনুশীলনগুলো বজায় রাখতে সক্ষম কি না।

গুণগত SADDD সংগ্রহের কিছু পদ্ধতি হলো:

- ফোন কল, পরামর্শ বাক্স, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন কমিউনিটি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ধারাবাহিক মতামত সংগ্রহ।
- অংশগ্রহণমূলক নিরাপত্তা, জেন্ডার এবং প্রবেশযোগ্যতা বিষয়ক অডিট সম্পন্ন—যেখানে পরিচালনা ব্যবস্থা, বাজেট এবং সেবার গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয়।
- সন্তুষ্টি জরিপ: নামবিহীন ফোন জরিপ, অনলাইন জরিপ এবং সরাসরি ব্যবহারকারীদের সাথে কথা বলে সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।

ব্যবহারিক পরামর্শ !

মনিটরিং, ইভালুয়েশন ও লার্নিং (MEL)- প্রক্রিয়ার জন্য লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজনঃ

- অবকাঠামো ব্যবহারকারী এবং কর্মীদের গঠন
- সেবা বিঘ্নের সময়কাল এবং পুনরাবৃত্তি
- পারিবারিক পর্যায়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ।
- অবকাঠামোগত ব্যর্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা, আঘাত ও স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন: পানিবাহিত রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ)
- পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সুবিধার অবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি বিষয়ক প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ
- আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (EWS)-এর কার্যকারিতা, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে—যাতে বোঝা যায় সম্প্রদায় সতর্কবার্তা পেয়েছে কিনা, বুঝতে পেরেছে কিনা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে কিনা
- অবকাঠামোর ব্যবহার এবং ব্যবহারকারী ও কর্মী—উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি।

লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) থেকে কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যবহারিক শিক্ষা নির্ধারণ:

মনিটরিং কাঠামোর অংশ হিসেবে সংগৃহীত লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) বিশ্লেষণ করে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও প্রবণতা শনাক্তকরণ এবং অর্জিত শিক্ষাগুলো সমন্বয় করা প্রয়োজন।এ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পদক্ষেপসমূহঃ

- নিরাপত্তা অডিট, সেবা ব্যবহার তথ্য, সিসিটিভি থেকে প্রাপ্ত তাৎক্ষনিক তথ্য এবং অন্যান্য সংগৃহীত SADDD বিশ্লেষণের সক্ষমতা তৈরির জন্য জেন্ডার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, যাতে বিশেষত নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতিবন্ধকতাগুলো শনাক্ত করে কার্যক্রমভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

- লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা অনুযায়ী বিভাজিত মূল কর্মদক্ষতা সূচক (KPI) পর্যবেক্ষণ করা, যাতে রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো শনাক্ত ও নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করা যায়।

- জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সর্বোত্তম অনুশীলন এবং শিক্ষাগুলো পদ্ধতিগতভাবে নথিভুক্ত করা ও বিনিময় করা।

- জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক শৌচাগার, নার্সিং কর্নার, অপেক্ষাকক্ষ এবং জলবায়ু সুরক্ষা সুবিধাসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর সেবা মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

- নারীদের ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী সেবার নির্ভরযোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করা (কেবল ব্যস্ত সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়) যাতে রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা যায়।

৩. জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল অবকাঠামোর সম্প্রসারিত উন্নত লক্ষ্যমাত্রা

৩.১ জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি

জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল অবকাঠামো মূলধারায় আনতে হলে কেবল অবকাঠামো প্রকল্পে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই নয়, বরং সমগ্র সমাজে এ বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির তিনটি প্রধান ক্ষেত্র নিচের সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে।

জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ক সক্ষমতার স্থানীয়করণ:	জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ক নির্দেশাবলীগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি ঢাকা থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। এই পদ্ধতিটি সেইসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মোকাবিলায় সহায়তা করবে যা নারীর নেতৃত্বকে বাধাগ্রস্ত করে এবং জলবায়ু সংকটের সময় তাদের নিরাপত্তা লাভের সুযোগকে সীমিত করে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ: • সরকারকে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তারা স্থানীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার এবং জলবায়ু ঝুঁকিগুলোকে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এর মধ্যে স্থানীয় কর্মীদের জন্য 'জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান' (GAP) বাস্তবায়নের বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। • প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনাবিদদের এমনভাবে দক্ষ করে তুলতে হবে যাতে তারা নগর শাসন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীসহ অনগ্রসর বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। • সম্ভব হলে, গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত কারিগরি দলগুলোকে নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য কৌশলগত পদগুলোতে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি বা জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

সকল কর্মীদের জন্য জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ে মৌলিক সচেতনতা নিশ্চিতকরণ	জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতাকে কার্যকরভাবে গেঁথে দেওয়ার জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে প্রকল্প পরিচালক থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের ঠিকাদার পর্যন্ত সকল কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এখানে মূল বিষয়গুলোর মধ্যে থাকা উচিত: • নারীদের সময়ের স্বল্পতা এবং জলবায়ুগত ঝুঁকি • SADDD ডাটা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের ওপর প্রশিক্ষণ • কর্মক্ষেত্র এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (SEAH/GBV) প্রতিরোধের সুরক্ষা ব্যবস্থা। কিছু নির্দিষ্ট পদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক (targeted) প্রশিক্ষণ উপকারী হতে পারে, যেমন: • মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ওপর সক্ষমতা বৃদ্ধি, যাতে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর কণ্ঠস্বর এবং তাদের আদিবাসী জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। • বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জেন্ডার-সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক পদক্ষেপের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে এই খাতে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত হয়। • গ্রামীণ এলাকায় নারীদের নির্দিষ্ট নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো সম্পর্কে পরিবহন অপারেটর এবং অবকাঠামো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়।
স্থানীয় নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি	মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায়, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে তারা অদক্ষ শ্রম থেকে কারিগরি ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় উন্নীত হতে পারে। নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে অপ্রচলিত কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে এবং স্থানীয় শ্রমশক্তিকে শক্তিশালী করতে সরকারকে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো নিচের বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করতে পারে: • স্থানীয় জনশক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো মেরামত এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণে দক্ষ করে তোলা। • সৌর প্যানেল ও সোলার পাম্পের মতো টেকসই অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় নারীদের সহায়তা করা, যা দুর্গম বা জলবায়ু-আক্রান্ত অঞ্চলে অফ-গ্রিড পরিষেবা নিশ্চিত করবে। • নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (যেমন- বাজেট ও সুশাসন) অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে নারীরা সভাপতি বা সম্পাদকের মতো দায়িত্ব নিতে পারেন এবং প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করে দায়িত্বশীলভাবে স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। • সাঁতার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মতো জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যা নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের শিকার হওয়া থেকে বদলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্রিয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করবে।

বাংলাদেশে GCA-এর মাস্টারক্লাসসমূহ (নিশ্চিতকরণাধীন - TBC)

(প্রয়োজন অনুযায়ী পরে সংযোজিত হবে)

৩.২ অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু সহনশীলতার অনুঘটক হিসেবে অবকাঠামো

অবকাঠামো বিনিয়োগ কেবল ভৌত সম্পদ নয়; এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক। জেন্ডার-সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর সুবিধা কেবল নির্দিষ্ট স্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ:

- নিরাপদ ও সহজগম্য পরিবহন ব্যবস্থা নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।
- পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধাসহ জলবায়ু-সহনশীল স্কুলগুলো শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।
- কার্যকর হাসপাতালগুলো জরুরি অবস্থার সময় জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে।

এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতাকে কেবল বা নিছক নিয়মরক্ষা হিসেবে না দেখে কৌশলগত উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যদিও অবকাঠামোর জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতাকে অন্তর্ভুক্ত করা তাদের কৌশলগত ভূমিকাকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নেয়, তবে সমাজে অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করতে অবকাঠামোর বাইরেও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অবকাঠামো খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের মূলধারায়ন

অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর (সরকারি কর্মী, ঠিকাদার ইত্যাদি) নিয়োগ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সরকারের জন্য জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি মূলধারায় নিয়ে আসার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তবে, এই সংস্থাগুলো কীভাবে বৈচিত্র্যময় জনবল নিয়োগ, ধরে রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে—তার পরিবর্তন করা কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়; এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। অবকাঠামোকে পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সংস্থাগুলোকে নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলো কার্যকর করতে হবে:

- **শাসন ব্যবস্থা এবং প্রতিনিধিত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** অন্তর্ভুক্তিকে কেবল সাময়িক উদ্যোগ হিসেবে না রেখে কাঠামোগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংস্থাগুলোকে ইক্যুইটি কৌশল তদারকি এবং DPP পর্যালোচনার জন্য স্থায়ী আলোচনার ব্যবস্থা (যেমন- LGED জেন্ডার ফোরাম) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, নির্দিষ্ট প্রকল্প মেয়াদের বাইরেও জেন্ডার মূলধারায়ন বজায় রাখতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোতে 'সিনিয়র জেন্ডার অ্যাঙ্কর' নিয়োগ করতে হবে। তথ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য সংস্থাগুলোকে তাদের নিজস্ব জনবলের লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক বিভাজিত তথ্য (SADDD) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। জলবায়ু-প্ররোচিত স্থানচ্যুতির প্রেক্ষাপটে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwD) অংশগ্রহণ ট্র্যাক করার জন্য এই তথ্য অপরিহার্য, কারণ আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যানে এই গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই অদৃশ্য থাকে।
- **লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকরণ:** পেশাগত বৈষম্য দূর করতে সংস্থাগুলোকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কর্মসংস্থান কোটা বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষ করে অপ্রচলিত কারিগরি ভূমিকাগুলোতে। বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে নির্দিষ্ট পদ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি কারিগরি ভূমিকার জন্য স্থানীয় প্রতিভা শনাক্ত করতে 'কমিউনিটি

স্কিল ম্যাপিং' করতে হবে, যা এই ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে যে—জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারীদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তদুপরি, জেন্ডার-রেসপনসিভ বাজেটিং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যয়ে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে নারী কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং তাদের কর্মস্থলে ধরে রাখার পাশাপাশি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

- **অবকাঠামো সংস্থাগুলোতে নিরাপত্তা এবং আপনত্বের অনুভূতি তৈরি করা:** একটি স্থিতিস্থাপক কর্মীবাহিনীর জন্য নিরাপদ এবং উষ্ণ পরিবেশ প্রয়োজন। সংস্থাগুলোকে SEAH/GBV (যৌন শোষণ ও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা) বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে এবং গোপনীয় অভিযোগ প্রতিকারের জন্য 'ইন্টারনাল রিভিউ অ্যান্ড রিজলভিং কমিটি' (IRRC) গঠন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রের ভৌত অবকাঠামোও পরিবর্তন করা জরুরি; আলাদা টয়লেট, সুপেয় পানি এবং শিশু যত্ন কেন্দ্র সহ জেন্ডার-রেসপনসিভ সুবিধা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। তীব্র তাপপ্রবাহ এবং বন্যার সময় এই সুবিধাগুলোর অভাব মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে, যা নারীদের কর্মক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য করে। পরিশেষে, 'আপনত্বের সংস্কৃতি' গড়ে তুলতে পুরুষদের মধ্য থেকে 'চ্যাম্পিয়ন' তৈরি করতে হবে যারা সমতার পক্ষে কথা বলবেন এবং এমন নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবেন যেখানে সকল কর্মী নিজেকে দৃশ্যমান, মূল্যবান এবং সম্মানিত বোধ করেন।
- **জলবায়ু উদ্ভাবনের জন্য বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানো:** বৈচিত্র্যময় দলগুলো উন্নততর অবকাঠামো তৈরি করে। আন্তর্জাতিক প্রমাণ নিশ্চিত করে যে, নারীদের নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় উন্নীত করা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির উন্নতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। একটি ইন্টারসেকশনাল (আন্তঃবিভাগীয়) বিশ্লেষণের মাধ্যমে—যা বিভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি (যেমন- প্রতিবন্ধিতা এবং জাতিসত্তা) শনাক্ত করে—এবং উচ্চ-দক্ষ কারিগরি পদে (যেমন- প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার) নারীদের লক্ষ্য করে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে সরকার এটি নিশ্চিত করতে পারে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই যেন জাতীয় স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর নকশা তৈরিতে প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

যেহেতু অবকাঠামো সর্বত্র বিদ্যমান, তাই স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর পক্ষেই তাদের অবকাঠামোগত প্রয়োজনগুলো শনাক্ত করা এবং অগ্রাধিকার দেওয়া সবচেয়ে কার্যকর। স্থানীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যুক্ত করলে তা অবকাঠামোর মান উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক স্থিতিস্থাপকতাও বৃদ্ধি করতে পারে। বিকল্প আয়ের উৎস এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরির একটি উপায় হিসেবে স্থানীয় সম্প্রদায়কে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ হলো:

- **লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (LCS):** ভূমিহীন ও দরিদ্র ব্যক্তিদের (মূলত নারী) নিয়ে গঠিত এই সংগঠিত গোষ্ঠীগুলো ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য সরাসরি সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এটি মধ্যস্বত্বভোগীদের এড়িয়ে ন্যায্য মজুরি এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- **অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP):** বাংলাদেশে প্রচলিত এই কর্মসূচিটি মূলত বেকার ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নকশা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণত সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বছরে ৮০ দিনের মৌসুমি কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়।
- **রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** এমন একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্কিম চালু করা, যেখানে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মজুরির একটি অংশ তাদের নিজস্ব বা যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে, যা তাদের আর্থিক সক্ষমতা তৈরি করবে।

জেন্ডার-রেসপনসিভ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো O&M (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ)-কে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো:

- বাস টার্মিনাল বা বাজারের মতো অবকাঠামোগত স্থানগুলোতে নারী বিক্রেতাদের জন্য জায়গা বরাদ্দ রেখে তাদের অনানুষ্ঠানিক জীবিকা রক্ষা করা।
- দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য (যেমন- প্লাম্বিং, পানির অবকাঠামো মেরামত, কংক্রিট ব্লক তৈরি ইত্যাদি) নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফলে টিউবওয়েল বা ড্রেনেজের মতো জরুরি জলবায়ু-সহনশীল সেবাগুলো স্থানীয়ভাবেই মেরামত করা সম্ভব হবে। নারী রক্ষণাবেক্ষণ দলগুলোর জন্য 'অন-দ্য-জব' (কাজেরত অবস্থায়) কারিগরি প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।
- রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্ব মডেলে (যেমন- কমিউনিটি স্টিওয়ার্ডশিপ বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) স্থানীয় নারী গোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা। এটি সামাজিক মালিকানা বৃদ্ধি করবে এবং জলবায়ু ঝুঁকির বিপরীতে স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিতদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশবান্ধব (green) রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চালু করা, যেমন- রাস্তার পাশে গাছ লাগানো এবং পরিচর্যা করা। এর মাধ্যমে ঢালু স্থানের মাটি ক্ষয় এবং ভূমিধস রোধে নারীদের নিয়োগ করে একই সাথে সামাজিক ও জলবায়ুগত স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা সম্ভব।
- সময়ের সাথে সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কাজে নিয়োজিত নারীদের সংখ্যা এবং শতাংশ পর্যবেক্ষণ করা, বিশেষ করে জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ে।

জেন্ডার-সহনশীল, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর মাধ্যমে অর্থনীতিতে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ভূমিকা শক্তিশালীকরণ

অবকাঠামো হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। পূর্ববর্তী বিভাগগুলোতে আলোচিত সরাসরি অবদানগুলো ছাড়াও (যেমন- অবকাঠামো খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান ও কেনাকাটা), জেন্ডার-রেসপনসিভ ও স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। এটি অবকাঠামোর চারপাশের সম্প্রদায়ের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নত করে। এর জন্য অবকাঠামোর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক সুযোগগুলো বাস্তবায়নে প্রধান বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। অবকাঠামো নিচের তিনটি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর স্থিতিস্থাপক জীবিকায় অবদান রাখতে পারে:

- **সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি:** অবকাঠামো যেন সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে, সেজন্য নারীদের জন্য নিরাপদ ও সব ধরনের আবহাওয়ায় চলাচলের উপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে। এটি কর্মক্ষেত্রে নারীদের যাতায়াত সহজ করবে এবং নারী কৃষক ও উদ্যোক্তাদের বাজার পর্যন্ত পৌঁছে পণ্য বিক্রির সুযোগ করে দেবে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুপারিশগুলো ভিন্ন হতে পারে; তবে সামগ্রিকভাবে, গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থাকে জলবায়ু দুর্যোগ-সহনশীল হতে হবে যাতে মৌসুমি বন্যা বা অন্য দুর্যোগের সময় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। অন্যদিকে, শহুরে পথচারী চলাচলের পথগুলো বাধামুক্ত এবং বর্ষার জলাবদ্ধতার সময়ও কার্যকর থাকা উচিত যাতে নারী ও সুবিধাবঞ্চিতরা কর্মস্থলে যেতে পারেন। এছাড়া সব পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে; পর্যাপ্ত আলোযুক্ত রাস্তা এবং নিরাপদ গণপরিবহন হলো ন্যূনতম প্রয়োজন, যা নগর পরিকল্পনা, আইনি বিধান ও প্রয়োগ এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে সময়ের স্বল্পতা হ্রাস:** অবকাঠামোগত পছন্দগুলো নারীদের সময় সাশ্রয়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। গৃহস্থালি পর্যায়ে পানি সরবরাহ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সমাধান (যেমন- সোলার হোম সিস্টেম) পানি এবং জ্বালানি সংগ্রহের জন্য ব্যয় হওয়া সময় ও পরিশ্রমকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। এই কাজগুলো সাধারণত নারীরাই করে থাকেন; ফলে এই সাশ্রয় হওয়া সময় তাদের আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। অতিরিক্ত হিসেবে, নগর পরিকল্পনা এবং কর্মক্ষেত্রের বিন্যাসে শিশু যত্ন কেন্দ্রের (childcare facilities) মতো সামাজিক অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করলে নারীরা অবৈতনিক সেবামূলক কাজের দ্বৈত বোঝা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এই পরিবর্তনটি অনানুষ্ঠানিক ও গৃহভিত্তিক শ্রম থেকে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে রূপান্তরকে উৎসাহিত করে, যা বিশেষ করে জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপর্যয়ের সময় পারিবারিক সহায়তার অভাবে অত্যন্ত কার্যকর হয়। কমিউনিটি শিশু যত্ন কেন্দ্রগুলো কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করতে পারে, যা নারীদের আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে আরও বেশি মনোযোগ দিতে সক্ষম করে তোলে।
- **সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক জনসেবা প্রদান:** অবকাঠামো যেন ন্যায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, সেজন্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে প্রয়োজনীয় জনসেবা প্রদান করতে হবে। বাজার এবং বাস টার্মিনালে সৌরচালিত স্ট্রিট লাইট এবং নিরাপদ ও আলাদা টয়লেট স্থাপন কেবল সুবিধাই দেয় না, বরং নারীদের নিরাপদ কাজের সময় বাড়িয়ে এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার (GBV) ঝুঁকি কমিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে।

অবকাঠামোর অংশগ্রহণমূলক পরিচালনায় নারীর নেতৃত্বকে উৎসাহিত করলে দরিদ্র মানুষের মূল অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর ওপর বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়; যেমন—নারীদের দ্বারা পরিচালিত সবজির দোকান রক্ষায় বাঁধ শক্তিশালী করা। এছাড়া, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ স্টোরেজ বা ভাণ্ডার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে গবাদি পশু, গয়না এবং মজুত মালের মতো অস্থাবর সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়, যা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে সহায়তা করে। এটি নারী ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা প্রায়ই তাদের প্রধান সঞ্চয় এই জাতীয় সম্পদে রাখেন এবং দারিদ্র্যের আরও গভীরে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জেন্ডার-সহনশীল অবকাঠামো: আখাউড়া-লাকসাম ডাবল ট্র্যাক প্রকল্প

আখাউড়া-লাকসাম ডাবল ট্র্যাক প্রকল্পটি প্রমাণ করে যে, জেন্ডার-রেসপনসিভ পরিবহন অবকাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। বয়স্ক, নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী (EWCD)-বান্ধব সুবিধাসহ ১১টি স্টেশনকে আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে প্রকল্পটি নিরাপত্তা এবং প্রবেশগম্যতা সংক্রান্ত সেই সব বাধাগুলো দূর করেছে, যা ঐতিহাসিকভাবে নারীদের চলাচলকে কেবল তাদের নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত। এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোকে আরও দূরে এবং নিরাপদে ভ্রমণে সক্ষম করে তুলেছে, যার ফলে আগে নাগালের বাইরে থাকা বৃহত্তর বাজার, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো এখন উন্মুক্ত হয়েছে। তদুপরি, প্রকল্পটি এর পুনর্বাসন পর্যায়টিকে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরির কাজে লাগিয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-প্রধান এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর জন্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং 'সিড গ্রান্ট' (প্রাথমিক অনুদান) প্রদান করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করেছে যে, তারা কেবল ক্ষতিপূরণই পায়নি, বরং অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছে।

এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানতে কেস স্টাডিটি পড়ুন: 'Inclusion in Railway Infrastructure: The Akhaura–Laksam Double Track Project.'